ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

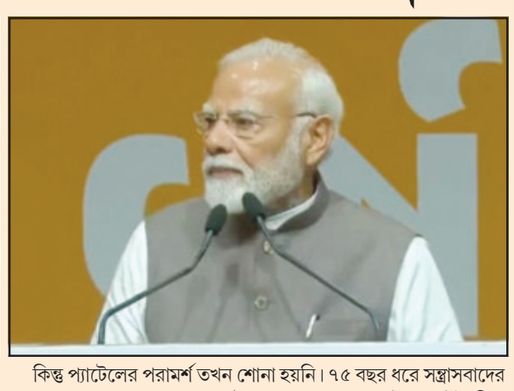

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-227 ■ 27 May, 2025 ■ আগরতলা ২৮ মে, ২০২৫ ইং ■ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৭৫ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের ধারা অব্যাহত থাকার জন্য দেশভাগ দায়ী ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ।। পাক - অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনার থামা উচিত নয়। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের পরামর্শ তখন শোনা হয়নি। পহেলগামে জঙ্গীদের বর্বরতা তারই পরিণতি। গুজরাটের গান্ধীনগরে আজ গুজরাট নগর বিকাশ আখ্যানের ২০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত সমারোহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে ৭৫ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের ধারা অব্যাহত থাকার জন্য দেশভাগকে দায়ী করেছেন। গুজরাটের গান্ধীনগরে আজ গুজরাট নগর বিকাশ আখ্যানের ২০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত সমারোহের মঞ্চ থেকে তিনি নগর বিকাশ বর্ষ ২০২৫-এর সূচনা করেন — যা নগর বিকাশ বর্ষ ২০০৫-এর ২০ বছর পূর্তির বার্তা দেয়। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ২ দিনে ভদোদরা, দাহোদ, ভুজ, আমেদাবাদ এবং গান্ধীনগর সফরে তিনি অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য এবং দেশপ্রেমের উদযাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, এই চেতনা শুধুমাত্র গুজরাটেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের ঠিক পরেই প্রথম জঙ্গি হামলার বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি। ভারতকে কার্যত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল সেই সময়। একটি ভাগে পাকিস্তান জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়ে গেছে ধরাবাহিকভাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি সর্দার প্যাটেলের সেই দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করেন — যা বার্তা দেয় যে পাক - অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনার থামা উচিত নয়। কিন্তু প্যাটেলের পরামর্শ তখন শোনা হয়নি। ৭৫ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের ধারা অব্যাহত থেকেছে। তারই ফল পহেলগামের ঘটনা। কূটনৈতিক নানা ফন্দিফিকির চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সামরিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছে বারবার। পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ভাবে পর্যুদস্ত করে ভারত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে সরাসরির যুদ্ধে জিততে পারবে না ইসলামাবাদ। সেকথা বুঝেই প্রতিবেশী দেশ ছায়াযুদ্ধে নেমেছে। সাধারণ মানুষকে, এমনকি নিরীহ তীর্থযাত্রীদেরও হত্যা করতে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে।

বসুধৈব কুটুম্বকম-এর ধারণা ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে প্রোথিত এবং এই দেশ সমগ্র বিশ্বকে বরাবর একটি পরিবার হিসেবে দেখে বলে প্রধানমন্ত্রী ফের উল্লেখ করেন। শান্তির পথে থাকলেও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জোরালো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন। ৬ মে ঘটনার পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে

এয়ারপোর্ট অথরিটির আধিকারিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। উনকোটি জেলার কৈলাশহরে অবস্থিত পরিত্যক্ত বিমানবন্দরটি পরিচালনার বিষয়ে আজ এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সম্প্রতি নয়াদিল্লি সফরকালে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে কৈলাশহর বিমানবন্দর দ্রুত চালু করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

এর পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী কিনজারাপু রামমোহনকেও এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

এই অবস্থায় এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের তরফে একটি প্রতিনিধি দল প্রয়োজনীয় সমীক্ষার জন্য কৈলাশহর বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন এবং আজ তারা এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন।

সেখানে আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে কৈলাশহর বিমানবন্দর চালু করা সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করেন।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রিজিওন্যাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাজা কিশোর এবং আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্টের ডিরেক্টর কে সি মীনা।

মা'র সামনে বাইকের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। :মায়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। ওই ঘটনায় শহরের চন্দ্রপুর শ্রীলঙ্কাবস্তি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত বাইক চালককে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল দক্ষিণ চন্দ্রপুর শ্রীলঙ্কা বস্তি এলাকায় উজ্জ্বল মিয়া নামে এক যুবকের বাইকের নিচে পড়ে মৃত্যু হয় তিন বছর বয়সী শিশু আবির দাসের। তার মৃত্যুকে ঘিরে শ্রীলংকা বস্তি এলাকায় আজ উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, অনুযায়ী উজ্জল মিয়া এই এলাকায় প্রতিদিনই দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে চলাচল করে। গতকাল বিকাল বেলাও সে দ্রুত গতিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নার্সরা স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সেতু ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। আমাদের রাজ্য ও দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন দক্ষ নার্সিং স্টাফের। নার্সগণ স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সমাজের মধ্যে সংযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আজ মেলাঘরের সর্বোদয়া ইনস্টিটিউশন অব নার্সিংয়ের জিএনএম-এর চতুর্থ ব্যাচ এবং এএনএম-এর ষষ্ঠ ব্যাচের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আগরতলার সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সর্বোদয়া ইনস্টিটিউশন অব নার্সিংয়ের ম্যাগাজিন ''গ্লোস্পায়ার''-এর আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও দক্ষ নার্স প্রয়োজন। তিনি নার্সদের ধৈর্য্য সহকারে সেবা, দয়া, শ্রদ্ধা এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাব নিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতীমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের সচিব স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ, মেডিকেল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর এইচ পি শর্মা। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্গালুরুস্থিত সর্বোদয়া ইনস্টিটিউট অব নার্সিংয়ের অধ্যক্ষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের মেলাঘর বিভাগের প্রশাসনিক আধিকারিক স্নেহাশিষ ভৌমিক।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্বারোপ কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / অমরপুর, ২৭ মে।। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের মাধ্যমে আরও বেশি করে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষকগণ আরও বেশি করে যেন ফসল উৎপাদন করতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার ভর্তুকী মূল্যে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করছে। অমরপুরের কাঁঠালবাগানস্থিত অমরপুর কৃষি মহকুমার নতুন দ্বিতল ভবন উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। ১৯ কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল পাকা ভবনটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। কৃষিমন্ত্রী নতুনবাজারে মিডিয়াম মার্কেট শেড এবং রুরাল মার্কেট শেড নির্মাণেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে খুব সহজেই আত্মনির্ভর হওয়া যায়। নতুন এই অফিসবাড়ি থেকে কৃষকদের আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ ও সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কৃষি বিশেষজ্ঞগণ কৃষকদের কাছে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। কোন কোন মরশুমে কি চাষ করতে হবে, কি সার দিতে হবে, ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে এগুলো তারা কৃষকদের অবহিত করবেন। তিনি বলেন, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য রাজ্য সরকার নতুন নতুন বাজার নির্মাণ করছে। ডালাক বাজারে পাকা বাজার শেড নির্মাণের কাজ চলছে। নতুনবাজারে কৃষি মিডিয়াম মার্কেট নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। রুরাল মার্কেট নির্মাণে ব্যয় হবে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, অমরপুর

বিএসি''র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া প্রমুখ।

এদিকে, মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অমরপুর এগ্রি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কাম ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ অমরপুর এগ্রি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কাম ট্রেনিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রমরমা টিউশন বাণিজ্য

১২ শিক্ষককে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ মে।। বিলোনিয়া মহকুমাজুড়ে ঝাঁকিয়ে বসছে সরকারি শিক্ষকদের টিউশন বানিজ্য। উদাসীন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। সরকারি শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য জেলা ও মহকুমাস্তরে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হলেও কার্যত কোন ভূমিকা নেই কমিটির। যার ফলে সরকারি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে ঠিকভাবে পঠনপাঠন না দিয়ে বাড়িতে অথবা ইনস্টিটিউট খুলে বসেছে বিদ্যাব্যবসার জন্য। এমনকি স্কুলে গিয়ে কোন মতে রেজিস্টারে নাম সই করে স্কুল থেকে বেরিয়ে বিদ্যা ব্যাবসায় নিজেকে নিয়োজিত রাখছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে একাংশ সরকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে।

সরকারি শিক্ষকরা করতে পারবে না প্রাইভেট টিউশন , রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এই ফরমানকে তোয়াক্কা না করে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলছে বিদ্যাব্যবসা। সবকিছু জেনে শুনে জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের হেলদোল না থাকায় অবশেষে সোচ্চার হলো বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লক এলাকার লোকজন সহ বেকার গৃহ শিক্ষিকরা। সরকারি শিক্ষকদের টিউশন বানিজ্য নিয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নিকট অভিযোগপত্র পাঠিয়ে এর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে ১২জন সরকারি শিক্ষককে বিলোনিয়া স্কুল পরিদর্শক কার্যালয়ে আসার জন্য শোকজ নোটিশ জারি করা হয়। সেই মূলে মঙ্গলবার দুপুরে বারোজনের মধ্যে এগারো জন শিক্ষকরা স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয়ে এসে মুচলেকা জমা দেন যে তারা প্রাইভেট টিউশন করেন না। রাজনগর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। খোয়াই লালটিলার ইট ভাট্টায় এক মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার বোনের দাবি, মৃতার স্বামী এবং তার সতীন খুন করেছে। এদিকে,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক টিম। পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৫ দিন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। আগামী পাঁচদিন ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি, বজ্রবিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়ার সর্তকতা জারি করেছে।

আবহাওয়া দফতর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনের প্রভাবে আজ ওড়িশা উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। ওই ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছে। এটি ধীরে ধীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে। এরই প্রভাবে আজ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি জায়গায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২০২৫ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পক্ষ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশ ও একত্রে নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে।। অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এসটিজিটি পরীক্ষার চাকুরী প্রত্যাশী যুবক যুবতীরা।এদিন ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি গুরত্ব সহকারে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিকট আবেদন জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে

এসটিজিটি পরীক্ষায় হয়েছিল ।কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশও করছে না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না টিআরবিটি ।এ বিষয়ে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু দেখা গেছে টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরে ভেসে উঠলো শিশুর মৃতদেহ

শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ২৭ মে।। এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী থাকলো ত্রিপুরার জম্পুইজলা ব্লকের পাথালিয়াঘাট এলাকার তারাপদ গ্রাম। মাত্র তিন বছরের এক নিষ্পাপ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে।

মৃত শিশুটির নাম রিমাই দেববর্মা, বয়স মাত্র ৩ বছর। সে ছিল প্রদীপ দেববর্মা এবং শিবানী দেববর্মার একমাত্র সন্তান। পারিবারিক আর্থিক দুর্দশার কারণে মঙ্গলবার সকালে শিশুটির মা-বাবা তাকে ঠাকুরমার (ঠাম্মা) কাছে রেখে বনে যান বাঁশের করুল সংগ্রহ করতে। ওই সংগ্রহ করে বিক্রি করেই কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা।

জানা গেছে, ঠাকুরমার অজান্তে খেলতে খেলতে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায় ছোট্ট রিমাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি, যিনি রাবার বাগান থেকে কষ সংগ্রহ করে পুকুরে স্নান করতে এসেছিলেন, পুকুরে শিশুটির মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামবাসীরা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক রিমাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরে শিশুটির মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা-বাবা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা এবং গোটা গ্রামের মানুষ। ঘটনার আকস্মিকতায় বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন শিশুটির মা ও বাবা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা তারাপদ গ্রাম শোকস্তব্ধ। এলাকাবাসীর দাবি, শিশুদের নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ পরিবারগুলোর জন্য আরও সচেতনতা এবং সহায়তা প্রয়োজন, যাতে এমন ঘটনা ভবিষ্যতে রোধ করা যায়।

জাগরণ আগরতলা,২৮ মে,২০২৫ ইং
১৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৮ শতাংশ সম্পদের মালিক ভারতীয় মুসলিমরা

দেশের মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে ৮ু সম্পদের মালিক। সাম্প্রতিক এক তথ্যে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী হিন্দুরা। জাতি ,জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া জনগণের সম্পদের পরিমাণও সন্তোষজনক নয়। সম্পদ মিয়া হানাহানির কারণেই দেশে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হইতেছে। প্রচারে গিয়া কংগ্রেসকে একহাত নিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেনজির কটাক্ষ শানাইয়া তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মা বোনদের মঙ্গলসূত্র, কানের দুল অবধি আস্ত থাকিবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর কার্যত ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে রাহুল গান্ধীর দল। নির্বাচন কমিশনের নজর টাকারও কোনও কসরত বাকি রাখেনি তাহারা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার সময় মুসলিম লীগ যে ধরণের চিন্তা ভাবনা করিত, কংগ্রেসের ইস্তেহারেও সেই ধরণের ভাবনা প্রতিফলিত হইতেছে। মুসলিম লীগের আদলে তৈরি ইস্তেহারের সবর্তই বামপন্থী ছাপ। ' এছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের একটি পুরনো মন্তব্য স্মরণ করাইয়া তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের সরকার বলিয়াছিল, দেশের সম্পত্তির উপর প্রথম অধিকার রহিয়াছে মুসলিমদের।

মোদীর এই কংগ্রেস ব্যাশিং-র পর থেকেই প্রশ্ন উঠিয়াছে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাদের কাছে ঠিক কত টাকার সম্পদ রহিয়াছে? যদিও এই বিষয়ে কোনও সাম্প্রতিক তথ্য নেই। তবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ দলিত স্টাডিজের পক্ষ থেকে যৌথভাবে করা একটি সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, এই সমীক্ষাটি করা হয় আজ থেকে বছর চারেক আগে ২০২০ সালে।'

ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিকানা রহিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। দেশের ৪১ শতাংশ সম্পদ রহিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। যেখানে অনগ্রসর শ্রেণির হিন্দু তথা ওবিসি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের দখলে রহিয়াছে ৩১ শতাংশ সম্পদ। অন্যদিকে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের হাতে রহিয়াছে ৮ শতাংশ সম্পদ এবং এস সি এস টি র দখলে রহিয়ায়েছে ৭.৩ এবং ৩.৭ শতাংশ সম্পদ। সম্পদের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন ,ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর ,প্রত্যেকটি জনগণের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলো বহু পরিবার অধিকার রহিয়াছে। সরকারে যাহারা অধিষ্ঠিত থাকেন এবং যাহারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন তাহাদেরকে এইসব বিষয় চিন্তাভাবনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকিবে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিতে সব ধর্ম বর্ণ ভাবাবেকের মানুষকে একই সূত্রে বাঁধিয়া দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইবে।

ওয়াকফ আইন ১৯৯৫-এর বিরুদ্ধে আবেদনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৭ মে : ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর একাধিক ধারার সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এক আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নোটিশ জারি করেছে।

শুরুতেই, ভারতের প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) বি.আর. গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ ইঙ্গিত দেয় যে তারা শুধুমাত্র বিলম্বের কারণে ১৯৯৫ সালের আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনটি খারিজ করে দেবে।

তিনি বলেন, "আমরা বিলম্বের কারণে এই আবেদন খারিজ করব। ২০২৫ সালে এসে আপনি ১৯৯৫ সালের আইন চ্যালেঞ্জ করছেন কেন?" বেঞ্চের অন্য সদস্য বিচারপতি এ.জি. মাসিহও এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

এই প্রশ্নের জবাবে আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন যে, ২০২১ সালে সুপ্রিম কোর্ট 'প্লেসেস অব ওয়ারশিপ অ্যাক্ট, ১৯৯১'-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এক আবেদনে নোটিশ জারি করেছিল। সেই অনুরূপ প্রেক্ষাপটে ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর পাশাপাশি সংশোধনী আইন ২০১৩ ও ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতাও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) ঐশ্বর্য ভাটী জানান, ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যেসব আবেদন বিচারাধীন রয়েছে, তার সঙ্গেই বর্তমান আবেদন সংযুক্ত করা যেতেই পারে। তবে তিনি জানান, শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে যে, ১৯৯৫ সালের মূল আইন এবং ২০২৫ সালের সংশোধিত আইনের বৈধতা নিয়ে একত্রে শুনানি হবে না।

সবপক্ষের বক্তব্য শোনার পর, প্রধান বিচারপতি গাভাই-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নোটিশ জারি করে এবং এই মামলাটিকে বিচারাধীন অন্যান্য আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়।

আবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৫, ২১, ২৫, ২৬, ২৭ ও ৩০০(এ)-এর পরিপন্থী এবং এই আইন বাতিল করে সংবিধানের ন্যায়, ন্যায়বিচার ও শুভবুদ্ধির ভিত্তিতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রণয়ন করা উচিত।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, "এই আইনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য প্রণীত হয়েছে, অথচ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদি, বাহাই, পারসি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য এ ধরনের কোনও আইনি কাঠামো নেই। ফলে এটি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐক্য ও অখণ্ডতার পরিপন্থী। সংবিধানে কোথাও 'ওয়াকফ' শব্দটির উল্লেখ নেই।" এছাড়া, যদি এই আইন সংবিধানের ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়ে থাকে, তবে সেটি সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিতশুধু মুসলিমদের জন্য নয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা ঘিরে এখন সর্বোচ্চ আদালতের পরবর্তী নির্দেশের দিকে নজর রাখছে দেশবাসী।

ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যেভাবে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সীমান্ত একটি

সৌতিক বিশ্বাস

ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে অস্থিতিশীল "ডি ফ্যাক্টো সীমান্তের" নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যারা বসবাস করেন, তাদের টিকে থাকতে হয় ভঙ্গুর শান্তি ও সংঘাতের মাঝে। পহেলগাম হামলার পর সাম্প্রতিক উত্তেজনা ভারত ও পাকিস্তানকে আরও একবার খাদের একেবারে কিনারে নিয়ে এসেছে। নিয়ন্ত্রণরেখার দু'পাশে গোলাবর্ষণে সেখানকার বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর জীবন পরিণত হয়েছে "পরিসংখ্যানে"।

দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে ভারতে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবি, দেশটিতে ৪০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে গোলাবর্ষণের কারণে ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনো অস্পষ্ট।

কানাডায় বসবাসরত পাকিস্তানি লেখিকা আনাম জাকারিয়া বিবিসিকে বলেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখায় থাকা পরিবারগুলোকে ভারত ও পাকিস্তানের খেয়ালখুশি এবং (দুই দেশের মধ্যে) উত্তেজনার শিকার হতে হচ্ছে।'

পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর নিয়ে একটা বই লিখেছেন তিনি। আনাম জাকারিয়ার কথায়,

'প্রতিবার গুলি চলা শুরু হলে অনেকে বাঙ্কারে ঢুকে পড়েন, গবাদি পশু ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অবকাঠামো - বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুলও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই পরিস্থিতি এবং অস্থিরতা তাদের দৈনন্দিন বাস্তবতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।'

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ইন্টারন্যাশানাল বর্ডার বা আন্তর্জাতিক সীমান্তসহ ৩,৩২৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি রেখা হিসাবে তৈরি হয়েছিল নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং ১৯৭২ সালের "সিমলা চুক্তি"র অধীনে তার নামকরণ করা হয়।

ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে দাবি করলেও তারা তা আংশিকভাবে শাসন করে। কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে নিয়ন্ত্রণ রেখা, যা বিশ্বের সবচেয়ে সামরিক সংঘাতের সীমান্তগুলোর মধ্যে একটা। এই অঞ্চলে সংঘাত কখনো "পিছিয়ে থাকে না"। সেখানে যুদ্ধবিরতি ঠিক ততটাই "টেকসই", যতটা পরবর্তীতে যে কোনো "উস্কানিতে" মুহূর্তে চিত্রটাকে বদলে দিতে পারে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ হ্যাপিমন জেকব বলেন, এখানে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন 'লো লেভেল ফায়ারিং (কম পরিমাণে গুলি চালানো) থেকে শুরু করে বড় পর্যায়ের ভূমি দখল বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' পর্যন্ত হতে পারে। ভূমি দখল বলতে বল প্রয়োগ করে পাহাড়ের চূড়া, ফাঁড়ি বা বাফার জোনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো নিজেদের কব্জায় নেওয়া হতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, নিয়ন্ত্রণরেখা "সংঘাতের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং রক্ত দিয়ে টানা সীমান্তের" উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মিজ জাকারিয়া ব্যাখ্যা করেছেন, 'এটা এমন একটা রেখা যা কাশ্মীরিদের কথা বিবেচনা না করে ভারত ও পাকিস্তান টেনেছে এবং যেখানে সামরিকীকরণ ও অস্ত্রশস্ত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়।'

এ ধরনের "ওয়ারটাইম বর্ডার" বা যুদ্ধকালীন সীমানা দক্ষিণ এশিয়ায় অনন্য নয়। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যাপক সুমন্ত্র বসু জানিয়েছেন, এ ধরনের সীমান্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুপরিচিত হলো ১৯৪৯ সালের "গ্রিন লাইন", যা ইসরায়েল ও পশ্চিম তীরের মধ্যে সাধারণ সীমানা হিসাবে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ২০২১ সালে পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশীর (ভারত ও পাকিস্তান) মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যে "আপাত শান্ত পরিস্থিতি" বিরাজ করছিল, তা সাম্প্রতিক সংঘর্ষের আবহে সহজেই ভেঙে গিয়েছে। কার্নেগি ইন্ডিয়ার সূর্য ভালিয়াপ্পান কৃষ্ণ বিবিসিকে বলেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে সাম্প্রতিক সময়ের উত্তেজনা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর আগে চার বছর সীমান্তে তুলনামূলক শান্তি দেখা গিয়েছিল।' তবে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সহিংসতা নতুন কোনও ঘটনা নয়। ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তির আগে, ২০০১ সালে ৪,১৩৪ বার এবং ২০০২ সালে ৫,৭৬৭ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনার অভিযোগ তুলেছে ভারত।

প্রাথমিকভাবে ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বহাল ছিল, যদিও ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এর "নগণ্য লঙ্ঘন" দেখা গিয়েছে। তবে ২০০৮ সালে আবার উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় এবং ২০১৩ সালের মধ্যে তা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, ২০১৩ থেকে শুরু করে ২০২১ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বড় ধরনের সংঘাতের সাক্ষী থেকেছে। এরপর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাৎক্ষণিক এবং ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছিল। সূর্য ভালিয়াপ্পান কৃষ্ণা বলেন, 'সীমান্তে তীব্র গোলাবর্ষণের সময় আমরা দেখেছি যে, সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষ মাসের পর মাস ধরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন ও আন্তঃসীমান্ত গোলাগুলি বিনিময়ের কারণে সীমান্ত এলাকা থেকে ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।' বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা বেড়েছে ওই অঞ্চলে। পহেলগাম হামলার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, ভারতের পক্ষ থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জল-বণ্টন চুক্তি যা সিন্ধু জল চুক্তি নামে পরিচিত, তা স্থগিত করা হয়। পাকিস্তান ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। সিমলা চুক্তি নিয়ন্ত্রণ রেখাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল - যদিও তা পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি বলেই অভিযোগ। মি. কৃষ্ণা বলেছেন, 'এই বিষয়টা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সিমলা চুক্তি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ভিত্তি, যা উভয় পক্ষই তাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও একতরফাভাবে পরিবর্তন না করার বিষয়ে রাজি হয়েছিল।' মি. জেকবের মতে, কোনো এক "অদ্ভুত কারণে" নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা দুই দেশের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের সময় "অনুপস্থিত" থেকেছে। "লাইন অন ফায়ার: সিজফায়ার ভায়োলেসেন্স অ্যান্ড ইন্ডিয়া-পাকিস্তান এসকেলেশন ডায়নামিক্স"-এই শিরোনামে বই লিখেছেন হ্যাপিমন জ্যাকব।

সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই বিষয়টা বিস্ময়কর যে পরমাণু শক্তিধর দুই দেশে কীভাবে নিয়মিত ১০৫ মিমি মর্টার, ১৩০ ও ১৫৫ মিমি আর্টিলারি গান এবং অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইলের মতো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের ব্যবহার করে, যার ফলে বেসামরিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এবং এটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তদন্ত ও নীতিগত মনোযোগকে এড়িয়ে গিয়েছে।'

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের নেপথ্যে দু'টো প্রধান বিষয় চিহ্নিত করেছেন হ্যাপিমন জ্যাকব। এরমধ্যে প্রথমত, ভারত শাসিত কাশ্মীরে "সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশের সুবিধার জন্য পাকিস্তান প্রায়শই কভার ফায়ার ব্যবহার করে, যা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সাক্ষী থেকেছে।" অন্যদিকে, পাকিস্তান পাল্টা অভিযোগ করে আসছে, "ভারত বিনা প্ররোচনায় বেসামরিক এলাকায় গুলি চালাচ্ছে।" তার যুক্তি হচ্ছে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন "উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক কৌশলের" ফল নয় বরং স্থানীয় সামরিক "গতিশীলতার ফলাফল।" মি. জেকবের মতে, "অস্থিরতা" প্রায়শই ফিল্ড কমান্ডারদের দিয়েই শুরু হয়। এক্ষেত্রে কখনও কখনও কেন্দ্রীয় অনুমোদন নেওয়া হয়, আবার প্রায়শই কেন্দ্রীয় অনুমোদন ছাড়াই ঘটে।

তিনি এই ধারণাকেও "চ্যালেঞ্জ" করেন যে , পাকিস্তান সেনাবাহিনী একাই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে। বরং এই "জটিলতার" নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় সামরিক অপরিহার্যতা এবং দুই দেশেরই সীমান্ত বাহিনীকে দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার- এই দুই বিষয়ের এক "জটিল মিশ্রণ"।

বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, প্রায় দুই দশক আগে "স্থগিত করা" একটা ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে এবং সেই ধারণা হলো নিয়ন্ত্রণ রেখাকে একটা আনুষ্ঠানিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তে পরিণত করা।

অনেকে আবার জোর দিয়ে বলেছেন, এই সম্ভাবনা কখনই "বাস্তবসম্মত ছিল না" - এবং তা "এখনও হতে পারে না।"

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমন্ত্র বোস বিবিসিকে বলেছেন, 'ধারণাটা একেবারে অসম্ভব এবং ডেড এন্ডে এসে পৌঁছেছে (এগোনোর কোনও জায়গা নেই এমন পরিস্থিতি বোঝাতে)। কয়েক দশক ধরে ভারতীয় মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্বতন দেশীয় রাজ্যের পুরোটাই ভারতের অংশ বলে দেখানো হয়েছে।' 'পাকিস্তানের জন্য, এলওসিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অংশ করার অর্থ দাঁড়াবে কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি করা ফেলা যা পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতের পছন্দ মতো শর্তের অধীনে "হলি গ্রেলের" সমতুল্য (এমন একটা বিষয় যা লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে কিন্তু তা পাওয়া সহজ নয়)।' 'গত সাত দশক ধরে পাকিস্তানে ক্ষমতায় আসা প্রত্যেক সরকার, নেতা, তা সে সামরিক হোক বা বেসামরিক হোক- এই ধারণা খারিজ করে এসেছে' উল্লেখ করেন সুমন্ত্র বোস।

অধ্যাপক বোস ২০০৩ সালে প্রকাশিত তার বই, "কাশ্মীর: রুটস অফ কনফ্লিক্ট, পাথস টু পিস"-এ লিখেছেন, 'কাশ্মীর সমঝোতার জন্য নিয়ন্ত্রণ রেখাকে কাঁটাতার, বাঙ্কার, পরিখা ও শত্রুভাবাপন্ন সেনাবাহিনীর লোহার পর্দার পরিবর্তে কাপড়ের পর্দায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। বাস্তব রাজনীতির নির্দেশ মেনে যে সীমানা স্থায়ী হবে (সম্ভবত অন্য নামে), এবং তা বিলুপ্ত না করেই অতিক্রম করতে হবে।'

তিনি বিবিসিকে বলেন, 'আমি জোর দিয়ে বলেছি যে, নিয়ন্ত্রণরেখার এ ধরনের রূপান্তরে কাশ্মীর নিয়ে নিষ্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেখানে এটা হবে বহু-স্তম্ভযুক্ত বন্দোবস্তের মধ্যে একটা স্তম্ভ।' প্রসঙ্গত, ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে, নিয়ন্ত্রণ রেখাকে "সফ বর্ডারে" রূপান্তরিত করার বিষয়টা কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়ার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তেমনটা হয়নি। আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রেক্ষাপটে "সফ বর্ডার" বলতে এমন এক সীমান্ত যেখানে মানুষ এবং পণ্যের যাতায়াতের ক্ষেত্রে ন্যূনতম তল্লাশি হবে। বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আবার উত্তেজনা দেখা গেছে এবং এই পরিস্থিতি যারা ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জন্য "সহিংসতা এবং অনিশ্চয়তার চক্রকে" ফিরিয়ে এনেছে।

পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরে অবস্থিত হোটেলের এক কর্মচারী সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় বিবিসি উর্দুকে বলেছিলেন,'এরপর কী হবে তা আপনি জানেন না। নিয়ন্ত্রণ রেখার দিকে মুখ করে আজ রাতে কেউই ঘুমাতে চায় না।' তার এই কথাগুলো আরও একবার মনে করিয়ে দেয় যে, জানালার মুখ যদি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে খোলে তাহলে শান্তি কতটা ভঙ্গুর হতে পারে।

বাঁশের যেসব উপকারিতার কথা আছে

সানজানা চৌধুরী

বাঁশ। বাংলাদেশে এই শব্দটাই বেশ সংবেদনশীল এবং নেতিবাচক উপমায় ব্যবহার হয়। তবে আপনি কি জানেন এই বাঁশ পরিবেশ রক্ষায় কতোটা ভূমিকা রাখছে? এর অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য উপকারিতা কতোটা? টমাস আলভা এডিসন যে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার মধ্যেও কিন্তু বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। জেনে নিন বাঁশের এমন নানা উপকারিতার কথা।

বাঁশ কোনো গাছ নয়- বাঁশ কোনো গাছ নয়। এটি মূলত এক ধরণের ঘাস এবং চীর সবুজ বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ যা নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়।

পৃথিবীতে ৩০০ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৩৩ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে মুলি, তল্লা, আইক্কা, ছড়িসহ নানা প্রজাতির বাঁশ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাঁশের প্রজাতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে, প্রথম স্থানে আছে চীন। চীনের সভ্যতায় বাঁশকে শুভশক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। একারণে চীনা সংস্কৃতির সর্বত্র রয়েছে বাঁশের ব্যবহার। তারা মনে করে বাঁশ নেগেটিভ এনার্জিকে প্রতিহত করতে পারে।

খাদ্য- খাদ্য হিসেবেও বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে। পুষ্টি উপাদান ও মুখরোচক স্বাদের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের কাছে খাবার বাঁশ কোড়ল নামে পরিচিত। এর তৈরি স্যুপ, সালাদ, তরকারি বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত বাঁশের অঙ্কুরোদগম হওয়ার পর চার থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত যে কচি বাঁশ হয় সেটাই রান্না করে খাওয়া যায়।

আবার বাঁশ পাতা দুধ টাটকা রাখতে এবং চায়ের মধ্যে দিয়েও খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, রান্না করা বাঁশে ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, পটাসিয়াম, ভিটামিন ই, আয়রন পাওয়া যায় যা শরীরকে চাঙ্গা রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করে।

খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে বাঁশ হার্টের জন্য ভালো। ফাইবার থাকায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্যে উপশম দেয় এবং হজমশক্তি বাড়ায়।

এটি খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা লাগে না ফলে ওজন কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে বাঁশ কাঁচা বা বাসি অবস্থায় খাওয়া যাবে না কারণ এতে পেটে সমস্যা হতে পারে। বাঁশের কোড়ল সূর্যালোক থেকে দূরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। আবার বাঁশের পাতা উত্তম গোখাদ্য।

প্রাকৃতিক এসি- প্রকৃতি-পরিবেশ ও প্রাণ রক্ষায় বিশেষ করে, দুর্যোগ মোকাবেলা, পাহাড় ধস, ভূমি ক্ষয়, নদী ভাঙ্গন রোধসহ জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। ওয়ার্ল ব্যাম্বু অর্গানাইজেশনের তথ্যমতে, বাঁশ অন্যান্য গাছগাছালির চেয়ে বেশি অক্সিজেন উৎপাদন করে আর বেশি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। বলা হয় বাঁশঝাড় আশেপাশের তাপমাত্রাকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা রাখতে সক্ষম। ফলে এটা অনেকটা প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া তীব্র রোদ থেকে লম্বা লম্বা বাঁশঝাড় ছায়াও দিয়ে রাখে।

মাটি রক্ষা- বাঁশ গাছের শেকড় ছড়ানো থাকায় এটি মাটি ভাঙন রোধ করে, মাটির ঢালকে মজবুত করে, ফলে পাহাড় ধস ঠেকানো যায়, ভারী ধাতু শোষণ করে মাটির ক্ষয় রোধ করে, বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আশ্রয় নিতে পারে। এক কথায়

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বাঁশের গুরুত্ব রয়েছে।

নির্মাণ- বাংলাদেশে বছরে শুকনো বাঁশের চাহিদা অন্তত ১০ লাখ টন। এরমধ্যে নির্মাণকাজে সবচেয়ে বেশি বাঁশের প্রয়োজন। চাহিদা থাকায় চাঁদপুর, সিলেট ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলায় বাঁশের বাণিজ্যিক আবাদ হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামে উন্নত বাড়িঘর নির্মাণে বাঁশ বেশ টেকসই উপাদান। বিশেষ করে কাঁচা বাড়ির ভিত দেয়াল ও ছাদ তৈরিতে বাঁশের পাটাতন ও ফ্রেম ব্যবহার হয়। বাঁশের পাতায় ঘরের ছাউনি হয়। আবার পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দিয়েই তোলা হয় মাচার ঘর। গ্রামের লোকজন ছোট খাল পার হতে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে থাকেন। কারণ অল্প টাকায় এর চাইতে মজবুত ও টেকসই সেতু গড়া সম্ভব না। এছাড়া বেড়া তুলতে বা বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য মজবুত মাচা তুলতেও বাঁশ লাগে।

দুর্যোগ থেকে রক্ষা- ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও বসত-ঘরকে রক্ষা করে বাঁশ। এ কারণে গ্রামে বসতবাড়ির পাশে বাঁশঝাড় দেখা যায়।

জাপানে প্রচুর বাঁশের ঘর দেখা যায়। কারণ এসব ঘর ভূমিকম্প সহনীয়। ভূমিকম্পের সময় বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয়া সবচেয়ে নিরাপদ। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে ব্যবহার- সুতা ও কাগজ তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার অনেক আগে থেকে হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাঁশের তন্তু দিয়ে টুপি, স্কার্ফ, গ্লাভস, মোজা ও প্যান্ট তৈরি হচ্ছে।

সেইসাথে বিভিন্ন ধরণের কাগজ, টয়লেট পেপার তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে বাঁশ।

নিত্য ব্যবহার্য পণ্য- নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য: আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, রান্নাঘরের বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চাঁটাই, প্লেট, বাটি, চামচ, স্ট্র সেইসাথে কৃষি সরঞ্জাম, তোরণ, প্যান্ডেল তৈরি, ল্যাম্প, জামাকাপড়ের হ্যাঙ্গার, ল্যাপটপের কেসিং, ইত্যাদি নানা ধরণের পণ্য বানাতে বাঁশ দরকার হয়। বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প পরিবেশবান্ধব, যা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। এগুলো সাধারণত দামে সস্তা হয় আবার রপ্তানি করে আয়ের সুযোগও থাকে।

প্রসাধনী- বাঁশের মধ্যে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ থাকায় এটি এখন শ্যাম্পু, ক্রিমসহ নানা ধরণের প্রসাধনীসহ পোকামাকড় প্রতিরোধকের মতো পণ্য তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে। যত্ন ছাড়াই উপকার- এতো উপকারী এই উদ্ভিদের বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না। এটি যেকোনো পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে মাঝে মধ্যে পানি দিলেই হয়। বাঁশ খুব দ্রুত বড় হয়। চারা রোপণের পর পাঁচ বছরেই পূর্ণাঙ্গ বাগানে পরিণত হয়। বাঁশ গাছ সাধারণত একত্রে গুচ্ছ হিসেবে জন্মায়। এক একটি গুচ্ছে ১০- ৮০ টি বাঁশ গাছ থাকতে পারে। এসব গুচ্ছকে বাঁশঝাড় বলে। কিছু প্রজাতির বাঁশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩৬ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। এর মানে প্রতি ৪০ মিনিটে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয়। তাই বাঁশ যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। নিয়মিত কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

দ্রুত বাড়ার কারণে বাঁশঝাড় বিক্রি করে ভালো উপার্জনের সুযোগ থাকে। অনেকে আবার বাড়ির ভেতরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে বাঁশের চারা লাগিয়ে থাকেন।

চাইলে এটি বাগানের মাটিতে রোপণ করা যেতে পারে বা একটি পাত্রে সাজানো যেতে পারে। কিছু প্রজাতির বাঁশ গাছ শুধু জলে রাখলেই হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার এনএসইউআই কর্মী সমর্থকরা শিক্ষা ভবনে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ঝাড়খণ্ডের পালামুতে এনকাউন্টারে খতম শীর্ষ মাওবাদী কমান্ডার তুলসী ভূইঁয়া

পালামু, ২৭ মে : ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমনে পরপর দ্বিতীয় দিনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। রাজ্যের পালামু জেলার হুসেনাবাদ মহকুমায় এনকাউন্টারে নিহত হলেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা তুলসী ভূইঁয়া। এই খবর সরকারি সূত্রে মঙ্গলবার নিশ্চিত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে শুরু হওয়া এই গুলিযুদ্ধ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ঘটনাস্থল থেকে একটি এসএলআর রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক সূত্র জানাচ্ছে, সংঘর্ষে আরও কয়েকজন মাওবাদী আহত বা নিহত হয়ে থাকতে পারে, যদিও তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার পর গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন পালামুর পুলিশ সুপার ঋষমা রমেশান-সহ শীর্ষ সিআরপিএফ আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, মোহাম্মদগঞ্জ ও হায়দরনগর থানার সীমান্তবর্তী সিতাচুয়ান জঙ্গলে মাওবাদী কমান্ডার নীতেশ ও তার দলের অবস্থান সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। নীতেশের মাথার দাম ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। তার সঙ্গেই ছিল সঞ্জয় গোধরাম, যার মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলতেই মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করে, পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। এই গুলিযুদ্ধেই নিহত হয় তুলসী ভূইঁয়া।

এর আগের দিন লাতেহার জেলার নেতারহাট থানার অন্তর্গত এলাকায় মাওবাদী কমান্ডার মানীশ যাদব (যার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা) নিহত হয় এক অভিযানে। একইসঙ্গে মাওবাদী কুন্দন খরওয়ারকে যার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা, গ্রেফতার করে বাহিনী।

২৪ মে লাতেহারের ইচওয়ার জঙ্গলে সংঘটিত অপর একটি এনকাউন্টারে নিহত হয় মাওবাদী পাপ্পু লোহরা (তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা) ও প্রভাত লোহরা (তার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা)। এক আহত মাওবাদীকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই বছরের ২১ এপ্রিল বোকারোর লালপানিয়ার লুগু পাহাড় অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি বড় অভিযানে মাওবাদী কমান্ডার প্রয়াগ মাঞ্জি-সহ মোট ৮ জন মাওবাদী যাদের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা নিহত হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য জুড়ে চলমান এই ধারাবাহিক অভিযানে মাওবাদী কার্যকলাপ চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল কাতার সফর সম্পন্ন করল

দোহা, ২৭ মে: সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বাধীন একটি সর্বদলীয় ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল কাতারে তাদের দুই দিনব্যাপী সরকারি সফর সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই সফর ছিল সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলা ও তার পরবর্তী 'অপারেশন সিন্ধুর'-এর প্রেক্ষাপটে চারটি দেশের একটি কূটনৈতিক সফরের প্রথম ধাপ।

সফরের সময় প্রতিনিধি দলটি কাতারের একাধিক ঊর্ধতন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করেছে, যাদের মধ্যে ছিলেন: ড. মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ বিন সালেহ আল খুলাইফি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ বিন ফয়সাল আল থানি, গৃহমন্ত্রী ও শুরা কাউন্সিলের উপ-সভাপতি ড. হামদা বিন হাসান আল সুলাইতি।

এছাড়াও প্রতিনিধি দল পশ্চিম এশিয়ার থিঙ্ক ট্যাংক, একাডেমিক সম্প্রদায়, এবং কাতারের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম 'আল শারক' ও 'পেনিনসুলা'-র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দোহায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের উদ্দেশেও একটি সভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, ভারত সীমান্ত পেরিয়ে হওয়া সন্ত্রাসবাদকে কোনোভাবেই সহ্য করবে না। তারা পহেলগামের হামলার পর 'অপারেশন সিন্ধুর'-এর মাধ্যমে ভারতের পরিমিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কাতার পক্ষকে অবহিত করে। প্রতিনিধি দল সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা এবং সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের মধ্যে কোনো রকম বিভেদ না করার নীতির ওপর জোর দেন।

কাতার সরকারও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের 'জিরো টলারেন্স' নীতির পুনরাবৃত্তি করেছে এবং পহেলগামের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ভারতীয় পক্ষ কাতার সরকারের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির প্রশংসা করে। এই সফরটি সাম্প্রতিক উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে: ৬ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি-র টেলিফোনিক আলোচনা, ৭ মে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর ও কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন জাসিম আল থানি-র মধ্যে বৈঠক। দোহায় সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রতিনিধি দল সীমান্ত নিরাপত্তা, সাম্প্রতিক ঘটনার কূটনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন। ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদ ও ঐক্যের মূল্যবোধ রক্ষার এবং বিভাজনমূলক কার্যকলাপের

পঞ্চকুলায় গাড়ির ভিতরে একই পরিবারের সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার, আর্থিক সংকটেই আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্ত বলে অনুমান

পঞ্চকুলা (হরিয়ানা), ২৭ মে : হরিয়ানার পঞ্চকুলার সেক্টর ২৭-এ একটি গাড়ির ভিতরে একই পরিবারের সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। আর্থিক সংকট ও ঋণের চাপে এই চরম সিদ্ধান্ত বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের বাসিন্দা প্রভীন মিত্তল (৪২), তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী ও তিন সন্তান তাদের মধ্যে দুই কন্যা ও এক পুত্র। পরিবারটি বাগেশ্বর ধামের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পঞ্চকুলায় এসেছিল। পাঁচ দিনের হনুমান কথা শেষে রবিবার রাতে দেরাদুন ফেরার পথে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেক্টর ২৭-এর কাছে একটি হোটেল খোঁজার সময় প্রভীন মিত্তল গাড়ির ভিতরেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বিষ পান করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়ির ভিতরে অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে গাড়ির দরজা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা সাতজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পঞ্চকুলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির ভিতর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। ওই চিঠিতে পরিবারের কর্তা আর্থিক দেনা ও ঋণের চাপে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা লিখেছেন বলে জানা গেছে। ফরেনসিক দল সুইসাইড নোট ও অন্যান্য আলামত পরীক্ষা করছে। পঞ্চকুলার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ হিমাদ্রি কৌশিক বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। তবে তদন্ত চলছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত আলামত সংগ্রহ করছে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করবে।" পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, প্রভীন মিত্তল দেরাদুনে একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল ব্যবসা শুরু করেছিলেন, কিন্তু ব্যবসা চলেনি। ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে এবং পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। সেই কারণেই এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অনুমান।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

PNIC-T No:- 03/PNIcT/EE/DWS/BLN/2025-26

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

SL No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 13/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 58,17,404.00	₹ 1,16,348.00	Upto 3.00 P.M on 05.06.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 05.06.2025 If possible
2	DNIT No. : 14/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 58,17,404.00	₹ 1,16,348.00			
3	DNIT No. : 15/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 51,35,299.00	₹ 1,02,706.00			
4	DNIT No. : 16/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,10,323.00	₹ 18,206.00			
5	DNIT No. : 17/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,28,000.00	₹ 14,560.00			
6	DNIT No. : 18/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,28,000.00	₹ 14,560.00			
7	DNIT No. : 19/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,81,086.00	₹ 21,622.00			
8	DNIT No. : 20/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,69,502.00	₹ 15,390.00			
9	DNIT No. : 21/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,37,368.00	₹ 18,747.00			
10	DNIT No. : 22/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,78,466.00	₹ 15,569.00			
11	DNIT No. : 23/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,11,706.00	₹ 18,234.00			
12	DNIT No. : 24/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,29,437.00	₹ 20,589.00			
13	DNIT No. : 25/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 6,79,612.00	₹ 13,592.00			
14	DNIT No. : 26/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 12,16,715.00	₹ 24,334.00			
15	DNIT No. : 27/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,08,828.00	₹ 18,177.00			
16	DNIT No. : 28/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,38,502.00	₹ 20,770.00			
17	DNIT No. : 29/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,78,234.00	₹ 21,565.00			
18	DNIT No. : 30/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,88,881.00	₹ 21,778.00			
19	DNIT No. : 31/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,18,049.00	₹ 20,361.00			
20	DNIT No. : 32/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 11,52,152.00	₹ 23,043.00			
21	DNIT No. : 33/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 8,88,160.00	₹ 17,763.00			
22	DNIT No. : 34/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 3,39,475.00	₹ 6,790.00			
23	DNIT No. : 35/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 4,05,234.00	₹ 8,105.00			
24	DNIT No. : 06/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26 (2nd Call)	₹ 14,04,607.00	₹ 28,092.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in
ICA/C/718/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er B/ Desbarma)
Executive Engineer DWS Division,
Belonia, South Tripura District, Tripura
"Conserve Water and Save Lives"

PNIET No:-05/EE/DWS-I/2025-26 dated 21-05-2025

Single bid percentage rate e-tender is invited for 4(four) nos. works viz.
1. Maintenance and repair of pipe line within the jurisdiction area of DWS Sub-Division- IV, Jogendranagar during the year 2025-26/ S.H:- Repairing and maintenance of pipe line leakage, block washing and some other allied works at Aralia & Kashipur Zone.(Job No.TR 56/SE/TJB/2024-25)
DNIET No.: 03 /EE/DWS-I/2025-26
2. Maintenance and repair of pipe line within the jurisdiction area of DWS Sub-Division-IV, Jogendranagar during the year 2025-26/ S.H:- Repairing and maintenance of pipe line leakage, block washing and some other allied works at Jogendranagar Zone (Job No.TR 55/SE/TJB/2024-25)
DNIET No.: 04 /EE/DWS-I/2025-26
3. Maintenance and repair of pipe line within the jurisdiction area of DWS Sub-Division-IV, Jogendranagar during the year 2025-26/ S.H:- Repairing and maintenance of pipe line leakage, block washing in/c SBDTW maintenance and some other allied works at Pratapgarh Zone. (Job No.TR 57/SE/TJB/2024-25)
DNIeT No.: 05/EE/DWS-I/2025-26
4. New Domestic water supply connection including Pipe line Extension under DWS Division Agartala-I during the year 2025-26/New Domestic water supply connection including Pipe line Extension at various locations within the jurisdiction area of DWS Sub-Division -IV, Jogendranagar, Agartala. (Job No.TR 58/SE/TJB/2024-25)
DNIeT No.: 06 /EE/DWS-I/2025-26
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs.
10-06-2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartala1@gmail.com.
ICA/C-719/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I Agartala, Tripura (W).

PNIET No.: 04/EE/TLM/2025-26, Dated 16/05/2025.
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL. NO.	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	10/SE-II/PWD(R&B)/2025-26	₹ 69,05,198.00	₹ 1,38,104.00	120 (One hundred twenty) days	Up to 3.00 P.M. on 09/06/2025.	At 4.00 P.M on 09/06/2025 (If possible)

All the above-mentioned online activities https://tripuratenders.gov.in. should be done in the e-procurement portal
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-707/25

(Er. S. Das)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).

Secondary Education Department
PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 26, 27 & 28/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26
Dt. 22/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 09/06/2025 at 3.00 P.M.

NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
Construction of underground water reservoir tank for drinking water pre primary and repair of Dysfunction [illegible] at PM Shri Gachiram para High School, [illegible] North Tripura for the year 2023-24 DNIeT No: 07/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	Rs. 5,000.00	02 Months	[illegible]	10/06/2025 [illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
Construction of Ramp with Hand Rail at Kalacherra HS School under Kalacherra Block, Dharmanagar, North Tripura for the year 2023-24 DNIeT No: 08/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	01 Month	[illegible]	10/06/2025 [illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
Major repairing of Paschim Chandrapur SB School under Kalacherra Block, North Tripura during the year 2023-24 under PM Shri. DNIeT No: 09/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	1 Month	[illegible]	10/06/2025 [illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
ICA/C/702/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09/06/2025 for the following work:-

Sl NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 4(Four) units Additional Classroom at Salghara English Med. School, Tepania Block, Gomati District for the year 2024-25 under Samagra Shiksha at Higher Secondary Level/3rd Call. DRAFT NIT NO: 130/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 20/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 91,87,300.00	Rs. 1,83,746.00	10 (Ten) months	Up to 3PM 09/06/2025	At 10/06/2025 Hrs on 11 AM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/714/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

SACHIN DEB BARMAN MEMORIAL GOVT. MUSIC COLLEGE
Lichubagan, Agartala, Pin-799010
Website: - https://www.sdmgovtmusiccollege.in Email: - sdmgovtmusiccollege@gmail.com

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

কোর্স	বিষয়	যোগ্যতা	ফর্ম বিলি ও জমা	যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা	নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর নামের তালিকা প্রকাশ	ভর্তি
৪ বছরের ডিগ্রী কোর্স (BPA)	১)হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২)রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩)তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীতঃ (সেতার, সরোদ) ৫)নৃত্য - কত্থক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী	উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা নির্ধারক ভর্তি পরীক্ষার (ক্রিয়াত্মক) মাধ্যমে যাচাই করে ভর্তি করানো হবে।	৩০ মে থেকে ১০ জুন, ২০২৫	১৬ জুন ২০২৫ সকাল ১১টা	১৮ জুন ২০২৫	১৯ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২৫
৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স (DMus)	১)হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২)রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩)তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীত (সেতার, সরোদ) ৫)নৃত্য - কত্থক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী, কুচিপুড়ি	মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা নির্ধারক ভর্তি পরীক্ষার (ক্রিয়াত্মক) মাধ্যমে যাচাই করে ভর্তি করানো হবে।				

Sd/-
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ভর্তি ফর্ম কলেজ Website থেকে Download করা যেতে পারে।
Website :-https://www.sdmgovtmusiccollege.in

ICA/D-275/25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

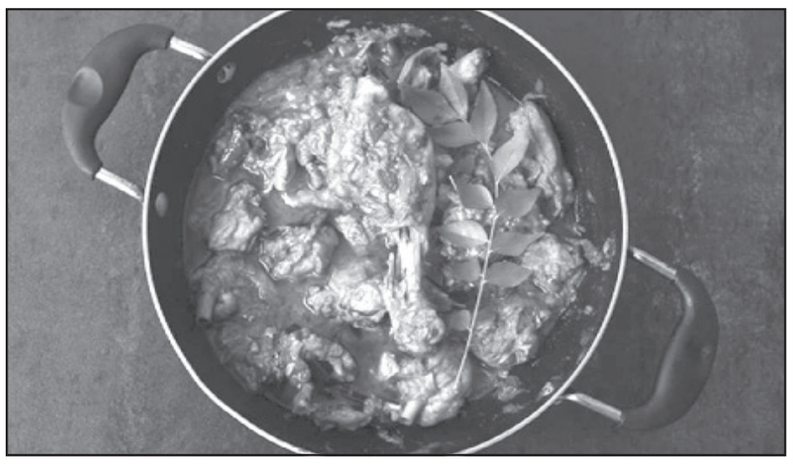

বাসি খাবার যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। কিন্তু না চাইতেও অনেক সময়ে খাবার বেঁচে যায়। ইদানীং ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আবার পরিমাণে কম খান অনেকে। ফলে বাড়িতে যা রান্না হয়, অনেক সময় তা অধিকাংশই বেঁচে যায়। বাসি খাবার শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয় ঠিকই, তবে আগের রাতে রান্না করা মাংস যদি বেঁচে যায়, তা হলে ফেলে না দিয়ে বরং বানিয়ে নিতে পারেন নতুন কোনও পদ।

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

চিকেন স্যান্ডউইচ

কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে ঝোলমাখানো মাংসের টুকরোগুলি খুন্তি দিয়ে নেড়ে ভর্তার মতো করে নিন। তার পর স্লাইস পাউরুটি সেঁকে নিয়ে মাঝে চিকেনের এই পুর ভরে দিন। পাতলা করে কেটে শসা, টোম্যাটোও দিতে পারেন। চাইলে চিজ দিতে পারেন। তবে না দিলেও অসুবিধা নেই। এমনিই ভাল লাগবে।

চিকেন পরোটা

আগের রাতের বাসি চিকেন দিয়েই সকালের সুস্বাদু জলখাবার হতে পারে। মাংসের টুকরোগুলি ছিঁড়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। চাইলে ময়দা মাখার সময়ে জোয়ান ছিঁটিয়ে দিতে পারেন। খাওয়ার সময়ে মুখে পড়লে ভাল লাগবে। গোল করে বেলে ভেজে নিন। আচারের সঙ্গে বেশ খেতে লাগবে।

চিকেন নুডলস

একঘেয়ে স্বাদের নুডলসের বদলে চিকেন দিয়ে একটু অন্য রকম কিছু বানিয়ে নিতে পারেন। পেঁয়াজ কুচি, রসুন, সবুজ লঙ্কা আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। তার পর সেদ্ধ করা নুডলস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু জলখাবার।

চিকেন পোলাও

গোবিন্দভোগ চাল, দারচিনি, লবঙ্গ, কাজু-কিশমিশ কমবেশি সকলের হেঁশেলেই থাকে। বেঁচে যাওয়া মাংস দিয়ে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন পোলাও। একটু ঘি ছড়িয়ে দিলেই অনবদ্য স্বাদ হবে।

চিকেন রোল

বর্ষায় মোগলাই, রোল খেতে মন চায়। তবে দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। বাসি মাংস ফেলে না দিয়ে তা দিয়েই সুস্বাদু রোল বানিয়ে নিন। শিশুকে টিফিনেও দিতে পারেন। খুশি হবে।

ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি

রোজের খাবারে ডাল না থাকলে মুখ ভার হয়ে যায় অনেকের। কেউ কেউ খাবারের শুরুর পাতে ডাল খেলেও অনেকেই আবার ডাল খান একেবারে শেষপাতে। তবে রোজকার পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি বানানো যায় ডালের চচ্চড়ি, তা হলে কেমন হয়? চচ্চড়ি তো সব্জির বা মাছের হয় বলে শুনেছেন। কিন্তু ডালের চচ্চড়ি, সে আবার হয় নাকি! আলবাত হয়। আর ডালের সঙ্গে যদি ঘটে চিংড়ির মেলবন্ধন, তা হলে তো কথাই নেই। চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। ডালের এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয়, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। স্বাদ বদল করতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই সহজ পদ। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায় এই পদটি।

উপকরণ: ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। মুসুরির ডাল: ২৫০ গ্রাম কুচো চিংড়ি: ২০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি: ৬ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ টম্যাটো কুচি: ৬ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা: ৪টি হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চামচ ধনে গুঁড়ো: ২ চামচ শুকনো লঙ্কা: ২টি গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম গরম মশলার গুঁড়ো: ১ চা চামচ সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ নুন-চিনি: স্বাদমতো ঘি: ১ চামচ

প্রণালী: কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই গোটা গরমমশলা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে তাতে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা চিংড়িগুলি মিশিয়ে দিন। তার পর ভিজিয়ে রাখা ডাল দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদ মতো নুন-চিনি দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। মিনিট পনেরো পর ঢাকা খুলে দেখুন। ডাল ঘন হয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি।

ক্ষতিগ্রস্ত চুল কি আবার আগের মতো ঝলমল করে উঠতে পারে

গত বছর কায়দা করে চুল সোজা করিয়েছিলেন। মাস দুয়েক চুল বেশ ভাল ছিল। চুলের জেল্লা, মসৃণ ভাব সকলের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়ে। কিন্তু কিছু দিন পর থেকেই শুরু হল সমস্যা। কোনও কারণ ছাড়াই মুঠো মুঠো চুল হাতে উঠে আসছে। নামী-দামি তেল মেখে, বিভিন্ন "ট্রিটমেন্ট" করিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, তাপ দিয়ে চুলের প্রোটিনের বন্ড এক বার নষ্ট হয়ে গেলে তা কোনও ভাবেই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর পর থেকেই চুলের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির শুরু হয়।

চুলে অতিরিক্ত তাপ লেগে ডগা ফেটে যেতে পারে। চুলেরও নিজস্ব চক্র আছে। সেই চক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে থাকা চুলের উপর কায়দা করলে ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। কারণ, অতিরিক্ত তাপে চুলের স্থিতিস্থাপকতা বা "ইলাস্টিসিটি" নষ্ট হয়। চুলের গোড়া আলগা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকেরই মনে হতে পারে চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে? চুল নিয়ে গবেষণা করেন জ্যামিন লিম। তাঁর মতে, শুধু কায়দা করলেই যে চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা নয়। চুল শুকোতে নিয়মিত ব্লো ড্রাই করলেও কিন্তু একই ভাবে চুলের ক্ষতি হতে পারে। চুলের প্রতিটি স্ট্র্যান্ড কেরাটিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে আলফা হেলিক্স নামক যৌগ। মাত্রাতিরিক্ত তাপ এই যৌগটি নষ্ট করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক জেল্লা তো নষ্ট হয়েই, সঙ্গে ফলিকলেও এর প্রভাব পড়ে।

কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন চুলের ক্ষতি হয়েছে?

১) কেটারিন ট্রিটমেন্ট কিংবা ব্লো ড্রাই করার পরে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। চুলের স্বাভাবিক জেল্লা ধরে রাখে কিউটিকল। তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২) চুলের ডগা ভেঙে যাওয়া, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তাপের কারণে।

৩) সামান্য হাওয়া দিলেই চুল উস্কখুস্ক হয়ে পড়াও কিন্তু এই ক্ষতির লক্ষণ। কেঁ কড়ানো চুল বশে রাখা সমস্যার হলেও সোজা চুলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৪) যথেষ্ট তেল মাখার পরেও যদি সমানের চুলে জট পড়তে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে হচ্ছে।

৫) সাধারণ ভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চুল প্রতি দিন মাথা থেকে ঝরে পড়তেই পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পরিমাণটি বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০-তে পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে এই পরিমাণ চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

তদন্ত রিপোর্ট

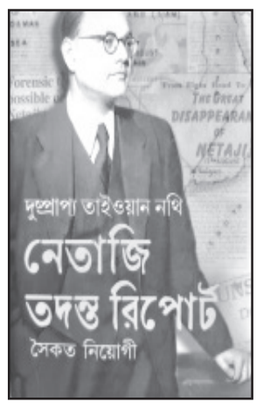

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

জাতির রাষ্ট্রনেতা, তথা বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে আজও আলো-আঁধারির মতো এক অদ্ভুত রহস্যে আপামর দেশবাসী। শুধু কি দেশবাসী, নেতাজির রহস্যমৃত্যু নিয়ে ধন্দে রয়েছে বিদেশের মাটিতে প্রতিফলিত হওয়া তাঁর বহু গুণমুগ্ধকর ভক্ত। 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' নেতাজির সেই বিখ্যাত উক্তি আজও তাঁর আপামর গুণমুগ্ধ ভক্তদের শিরায়-শিরায় প্রতিফলিত হয়।

অজানা নেতাজিকে জানবার জন্য একটি দুর্মূল্য বই বলা চলে সৈকত নিয়োগীর 'দুষ্প্রাপ্য তাইওয়ান নথি, নেতাজি তদন্ত রিপোর্ট'। বইটির 'ভোরের আগে ঘোর অমানিশা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'The darkest hour before The dawn' অর্থাৎ ভোরের আগে ঘোর অমানিশা !' অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম বিপ্লবী শহিদ বিনয় বসুর মৃত্যুকালে যে শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সুভাষদা, রাষ্ট্রনায়ক নেতাজির প্রকাশ্য সংগ্রামী জীবনের যবনিকা পতনও একই শব্দবন্ধে ভূষিত। 'নেতাজি তদন্তের ভবিষ্যৎ' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, দিলীপ কুমার রায়ের নিজেরই রচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উপযুক্ত, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র। আমি আমার স্মৃতিচারণ "Netaji– The man", গ্রন্থে লিখেছি, তিনি দেশভক্ত হয়ে সর্ববরেণ্যে হওয়ার ফলে আমরা ভুলে গিয়েছি যে তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও ধার্মিক। তাঁর কৈশোরের পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই ধর্ম ও ভক্তি তাঁকে কী গভীর উদ্দীপনা দিত।'

বহু তথ্য বিশিষ্ঠ ও লেখকের চুলচেরা বিশ্লেষণ, প্রমাণ ও রিপোর্টে সমৃদ্ধ নেতাজি তদন্ত রিপোর্ট বইটি। বইটির 'পূর্ব দিগন্তে রক্তিমাভা', 'খোসলা কমিশনের উদ্দেশ্য 'খোলসা হলো', 'মহাযুদ্ধের 'শেষলগ্নে', 'জাস্টিস মুখার্জী কমিশন', 'লালকেল্লায় হত্যা' 'দেবাদুনে নেতাজি মৃত্যু প্রসঙ্গ' প্রমুখ অধ্যায়গুলি বহুল তথ্যে সমৃদ্ধ। পাঠকদের আজও প্রিয় রাষ্ট্রনেতা নেতাজিকে নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। পারুল বই প্রকাশনীর অন্তর্গত নেতাজির সুন্দর মলাট বিশিষ্ট **বইটির মূল্য ৫৯৯ টাকা। বইটি নেতাজি সম্পর্কে জানার ক্ষিদেকে একবাক্যে অনেকটাই তৃষ্ণা নিবারণ করবে।**

আদা সকল রোগ নিরাময়ের দাদা

মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি কাঁচা খাওয়া যায়, চায়ের সঙ্গে খাওয়া যায়। যেভাবেই খান না কেন, এটি কিন্তু একটি উপকারী খাদ্যবস্তু। উপকারী ভেষজ হিসেবে এর অনেক নামডাক। নানা ধরনের ভিটামিন ও দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ ও পুষ্টি উপাদানে ভরপুর একটি ভেষজ এটি। তাই আদাকে সব রোগ নিরাময়ের দাদাও বলা হয়ে থাকে। আদা ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

হজমশক্তি বাড়ায় হজমশক্তি বাড়াতেও আদার জুড়ি মেলা ভার। গ্যাস্ট্রিক থেকে পেটে ব্যথা হয় অনেকেরই। সেক্ষেত্রে আদা অত্যন্ত কার্যকরী আদা খেলে দ্রুত খাবার হজম হয়, ফলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকে না।

বমি বমি ভাব কমায়

অনেক সময় বমি বমি ভাব অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে গর্ভকালীন এই সমস্যা অনেক মেয়েদের একেবারে কাবু করে ফেলে। এক্ষেত্রে আদা অত্যন্ত উপকারি। এই রেসিপিটি দিতে পারে বমি কিংবা বমি বমি ভাব থেকে মুক্তি।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে আদার আরও একটি বিশেষ গুণ রয়েছে। ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে এটি। দ্রুত ওজন কমানো সহ কিছু শারীরিক সমস্যায় এই রেসিপিটি দিতে পারে সহজ সমাধান। এটি নিয়মিত খেলে নিজেই নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।

ব্যথা কমাতে সাহায্য করে

শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা হয়ে থাকে, এ ব্যথা কমাতে সাহায্য করে আদা। গবেষণা অনুসারে, আদা ব্যথা ও অক্ষমতা কমাতে সাহায্য করে। এ গবেষণায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই ৩ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন ০.৫-১ গ্রাম আদা গ্রহণ করেছিলেন। এদের অনেকেরই হাঁটুর ব্যথাও কমে।

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়? দীর্ঘ ক্ষণ ভাল রাখবেন কোন উপায়ে?

স্বাস্থ্য এবং ত্বকের একসঙ্গে যত্ন নেওয়া কঠিন। তবে নিয়ম করে যদি পেঁপে খাওয়া যায়, তা হলে এই কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। রোজের ডায়েটে পেঁপে রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদেরাও। পেঁপেতে রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। বিশেষ করে পাকা পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস সত্যিই ভীষণ কার্যকরী। অনেকেই অন্যান্য ফলের সঙ্গে টিফিনে পেঁপে নিয়ে যান।

সকালে তাড়াহুড়ো এড়াতে রাতেই ফল কেটে রাখেন। তবে সে ক্ষেত্রে পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি।

ফ্রিজে রাখুন

পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে হলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। পেঁপেগুলি টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খাওয়ার অনেক ক্ষণ আগে বার করে নেবেন না। মিনিট দশেক আগে বাইরে রাখলেই হবে। তা হলে পেঁপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

খবরের কাগজ জড়িয়ে রাখুন

যতটুকু খাবেন সেটুকু কেটে নিয়ে বাকি অংশটি খবরের কাগজে মুড়িয়ে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খবরের কাগজে মুড়িয়ে রাখলে ২-৩ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে পেঁপে। কাঁচা এবং পাকা দু'রকম পেঁপের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বায়ুনিরোধী কৌটোতে রাখুন

পেঁপে অনেক ক্ষণ টাটকা এবং সতেজ রাখতে চাইলে বায়ুনিরোধী কোনও কৌটোতে ভরে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। যে কৌটোতে পেঁপে রাখছেন সেটি পরিষ্কার হওয়া জরুরি। তবে পেঁপে খাওয়ার আগে ফ্রিজ থেকে বার করে ঠান্ডা ছাড়িয়ে নিন। পেঁপে এমনিতেই ঠান্ডা। তার উপর সরাসরি ফ্রিজের পেঁপে খেলে সর্দি-কাশির ঝুঁকি থেকে যায়।

খোসা-সহ রাখুন

পেঁপে টাটকা রাখতে চাইলে খোসা-সহ রাখুন। খোসাসমেত রাখলে ফল সহজে নষ্ট হয় না। টুকরো করে রাখলেও খোসা-সহ রাখুন। খাওয়ার আগে খোসা ছাড়িয়ে নিন।

অসাধারণ গুণ পেয়ারা পাতার চায়ের

সেই সঙ্গে জুস, জ্যাম কিংবা স্প্রেডের জন্য দারুণ একটি উপাদান। কিন্তু এখন আলোচনায় উঠে এসেছে পেয়ারা পাতার চা, যা তার অসাধারণ স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। হজমশক্তি বৃদ্ধি থেকে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ — মাটির গন্ধযুক্ত এই সতেজ চা শুধু স্বাদেই নয়, গুণেও ভরপুর। আসুন জেনে নিই কেন এক কাপ গরম পেয়ারা পাতার চা হতে পারে আপনার জন্য

উপকারী পানীয়-

দুই ইঞ্চির বেশি উঁচু হিল পরতে নিতে হবে প্রশাসনের অনুমতি

১. লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এর গবেষণা অনুযায়ী, পেয়ারা পাতার নির্যাস ইনসুলিন প্রতিরোধ কমায়, অ্যাডিপোনেক্টিন রিসেপ্টর জিনের প্রকাশ বাড়ায় এবং লিভারে চর্বি জমা রোধ করে। এটি ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি কমাতে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

২. গর্ভধারণের সম্ভাবনা বাড়ায় পেয়ারা পাতায় কুয়েরসেটিন ও ভিটামিন সি-এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ যা প্রজনন কোষের ক্ষতি করে এমন ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। সহজ কথায়, এটি শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গুণগত মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

আফ্রিকান জার্নাল অফ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ অনুসারে, পেয়ারা পাতার চা প্রাণীদের প্রজনন হরমোনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। হাইল্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারা পাতার নির্যাস পুরুষ ইঁদুরের টেস্টোস্টেরন, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এর মাত্রা বৃদ্ধি করে। ৩. প্রাকৃতিক হজম সহায়ক ভারী খাবার খেয়েছেন? বদহজম, অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা পেট ফাঁপায় ভুগছেন? পেয়ারা পাতার চা আপনার সব ধরনের হজম সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

পেয়ারা পাতায় ট্যানিন ও ফ্লাভোনয়েডের মতো যৌগ রয়েছে যা পেটের প্রদাহ কমায় এবং পেটের আবরণকে ঠান্ডা করে। অনেক সংস্কৃতিতে, পেয়ারা পাতার চা গ্যাস্ট্রাইটিস ও ডায়রিয়া নিরাময়েও ব্যবহৃত হয়। খাবারের ৩০ মিনিট পর এক কাপ পান করুন এবং এর জাদুকরী প্রভাব উপভোগ করুন। ৪. রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক জার্নাল অফ মেডিসিনাল ফুড (২০১০)-এ প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, পেয়ারা পাতার নির্যাস রক্তে শর্করা ও প্রদাহ কমাতে পারে। এতে থাকা কুয়েরসেটিন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং অন্ত্রে শর্করা শোষণ কমাতে সাহায্য করে, বিশেষ করে খাবারের পর, যা প্রি-ডায়াবেটিস বা টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ৫. হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো পেয়ারা পাতার চা 'খারাপ' কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমিয়ে 'ভালো' কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে, যা হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও প্রদাহ কমায় — যা হৃদরোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ৬. উজ্জ্বল ত্বকের জন্য পেয়ারা পাতার চা ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ ব্রণ দূর করে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং দাগ কমাতে সাহায্য করে। ঠাণ্ডা পেয়ারা পাতার চা টোনার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বক ডিটক্স হয় ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরে পায়।

৭. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে পেয়ারা পাতার চা সরাসরি মেদ ঝরায় না, তবে এটি মেটাবলিজম বাড়ায় ও ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। দিনে দুইবার এই চা পান করলে রক্তে শর্করা স্থিতিশীল থাকে এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ কমে, যা ওজন ও পেটের চর্বি কমানোর সহায়ক। এটি ক্যালোরিবিহীন, সতেজ ও হাইড্রেটিং একটি পানীয়।

বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি

শরীরচর্চা ছাড়াও সুস্থ থাকার আরও একটি ধাপ হল বিছানার চাদর পরিষ্কার রাখা। টানটান করে চাদর পাতা পরিপাটি বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তবে শুধু তো ব্যবহার করলে চলবে না, পরিষ্কারও করতে হবে। একটি চাদর সাধারণত সপ্তাহখানেকের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এক সপ্তাহ অন্তর চাদর কাচলে ভাল। অপরিষ্কার চাদরে ঘুমোলে ত্বকের নানা সমস্যাও দেখা দেয়। একই চাদর দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করার ফলে ত্বকের কোন সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? ব্রণ বাইরে তেলমশলা দেওয়া খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়া, শরীরচর্চা না করার মতো কিছু অভ্যাস হল ব্রণর অন্যতম কারণ। তবে এগুলি ছাড়াও নোংরা চাদরে ঘুমোনোর কারণেও কিন্তু ব্রণ হতে পারে। অযত্নে থাকা যে কোনও জিনিসেই ব্যাক্টেরিয়া বাসে বাঁধে। ত্বকের কোষে সেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ফলেই ব্রণ হয়। খুব ভাল হয়, যদি দু'দিন অন্তর বিছানার চাদর কেচে নেন।

ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ পরিষ্কার না করে অনেক দিন ধরে একই চাদর ব্যবহার করে গেলে ত্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। এমনিতেই বর্ষায় এই ধরনের রোগাবালাই হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তার উপর এমন অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস সেই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি। অ্যাথলিট ফুট ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের আরও একটি দিক হল অ্যাথলিট ফুট। এতে শরীরের বিভিন্ন অংশে চাকা চাকা দাগ দেখা দেয়। অপরিচ্ছন্ন চাদর থেকে এই ধরনের সংক্রমণ ছড়ায়। ত্বকের এই সমস্যা এক বার দেখা দিলে সহজে সারতে চায় না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এই বর্ষায় পারলে দু-তিন দিন অন্তর চাদর পাল্টে দিন।

মঙ্গলবার পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর জন্ম বার্ষিকী পালিত কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে।

ক্লাস মিস করলে ভিসা বাতিল, ভবিষ্যতে আর আমেরিকায় যাওয়া হবে না: বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আমেরিকার কড়া হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ২৭ মে: আমেরিকায় অধ্যয়নরত ভারতীয় সহ অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কড়া বার্তা দিল মার্কিন প্রশাসন। চলমান গণ-নির্বাসন বিতর্কের মধ্যেই আমেরিকা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেক্লাস মিস করলে বা পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিলে ছাত্রদের ভিসা বাতিল হতে পারে, এমনকি ভবিষ্যতে মার্কিন ভিসার আবেদন করতেও সমস্যা হতে পারে।

মার্কিন দূতাবাসের এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আপনি যদি স্কুলকে না জানিয়ে আপনার কোর্স ছেড়ে দেন, ক্লাস বাদ দেন বা প্রোগ্রাম থেকে নিজে সরে যান, তাহলে আপনার স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল হতে পারে এবং ভবিষ্যতে ইউএস ভিসার জন্য অযোগ্য হতে পারেন। নিজের ভিসার নিয়ম মেনে চলুন এবং স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস বজায় রাখুন।"

মার্কিন প্রশাসন ইতিমধ্যেই বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে। হঠাৎ করেই অনেকের ভিসা বাতিল হচ্ছেকোনও পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে রয়েছে প্রো-প্যালেস্টাইন আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন সহ একাধিক বিষয়। এতে শিক্ষার্থীরা পড়ছেন আইনি জটিলতায় ও বিভ্রান্তির মধ্যে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র বা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় জানতেই পারছে না, কখন সেই শিক্ষার্থীর তথ্য স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই অনলাইন সিস্টেমটি দিয়ে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের ট্র্যাক করে থাকে।

এছাড়াও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের পরিকল্পনাঐচ্ছিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছা।

আমেরিকায় পড়াশোনার পর কাজ করার এই সুযোগটি বহু আন্তর্জাতিক ছাত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন কংগ্রেসে ইতিমধ্যেই 'ফেয়ারনেস ফর হাই-স্কিলড আমেরিকান অ্যাক্ট অফ ২০২৫' নামে একটি বিল পেশ হয়েছে, যার মাধ্যমে ওপিটি প্রোগ্রাম বন্ধ করা হবে।

এর পাশাপাশি, মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস)-র প্রধান হিসেবে ট্রাম্প যাঁকে মনোনীত করেছেন, জোসেফ এডলো, তিনিও ওপিটি ও স্টেম অপটি প্রোগ্রাম বন্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে, আমেরিকায় পড়তে যাওয়া বা বর্তমানে সেখানে থাকা ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শিক্ষাগত ও পেশাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় তাঁরা দিশাহারা।

সন্ত্রাসবাদীদের ১৯৪৭-এই নির্মূল করা উচিত ছিল, সরদার প্যাটেলের পরামর্শ উপেক্ষিত হয়েছিল: প্রধানমন্ত্রী মোদী

গান্ধীনগর, ২৭ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক জনসভায় বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কাশ্মীরে যে প্রথম সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল, তখনই তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত ছিল। আজকের সন্ত্রাসবাদ সেই দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকেই বিকৃত রূপে উদ্ভূত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, "১৯৪৭-এ, যখন ভারত মাতাকে তিন টুকরো করা হল, সেই রাতেই কাশ্মীরের মাটিতে প্রথম সন্ত্রাসী হামলা হয়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তথাকথিত মুজাহিদিনদের মাধ্যমে এক অংশ দখল করে নেওয়া হয়। সেইদিনই তাদের মৃত্যু-গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত ছিল।" প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, তৎকালীন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেল চেয়েছিলেন, যতক্ষণ না পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর (ঞ্জঞ্জ) পুনরুদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ সেনাবাহিনী যেন অভিযান বন্ধ না করে। কিন্তু সেই পরামর্শ কংগ্রেস সরকার মানেনি বলে অভিযোগ করেন মোদী।

তিনি বলেন, "সেই সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, আজ এই সন্ত্রাসের চেহারা এমন ভয়াবহ হত না। আজ পহেলগাঁওয়ে যা ঘটেছে, তা সেই দিনের সন্ত্রাসেরই বিকৃত প্রতিচ্ছবি।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "ভারতীয় সেনা সবসময় পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে, সরাসরি যুদ্ধ করে ভারতকে হারানো সম্ভব নয়। তাই তারা সন্ত্রাসকে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি কোনও প্রক্সি যুদ্ধ নয়, এটি পাকিস্তানের স্পষ্ট যুদ্ধনীতি।"

তিনি আরও বলেন, "সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। এটি শুধুমাত্র সীমান্ত পারের সমস্যা নয়, এটি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত।"

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

শরুই লিলি উৎসব নিয়ে মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন কুকি ছাত্র সংগঠনের দিল্লি সভাপতি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালেন

নয়াদিল্লি / ইম্ফল, ২৭ মে: শিরুই লিলি উৎসব সংক্রান্ত তার সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তির জবাব দিলেন কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন দিল্লি ও এনসিআরের সভাপতি পাওজাখুপ গুইটে। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তার বক্তব্য উৎসবের বিরুদ্ধে নয়, বরং মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই ছিল।

গুইটে বলেন, "আমার বক্তব্য ছিল একটি সতর্কবার্তাযাতে উত্তেজনা না বাড়ে এবং কোনও প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত, আমার কথা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি উসকানিমূলক নয়, বরং জননিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ থেকেই বলা হয়েছিল।"

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, চলমান উত্তেজনার মধ্যে কিছু গোষ্ঠী উৎসবকে ব্যবহার করে নির্ধারিত 'বাফার জোন' অতিক্রম করার চেষ্টা করতে পারে। এই বাফার জোনগুলি সংঘাতপ্রবণ এলাকাগুলিকে পৃথক রাখতে এবং শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে তিনি মনে করেন।

গুইটে বলেন, "সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির অনিয়ন্ত্রিত চলাচল বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এই হুমকিগুলি উপেক্ষা করা মানে স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বিপদের মুখে ফেলা।"

তিনি আশ্বস্ত করেন, কুকি সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে শিরুই লিলি উৎসবের বিরুদ্ধে কোনও সংগঠিত বিরোধিতা নেই। তবে জনসমাবেশ ও উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানান তিনি।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন গুইটে, যেখানে মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলার ভাঙনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের প্রতি জনআস্থার অবক্ষয় ঘটেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

গুইটে আরও বলেন, তার কোনো গ্রামভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল বা মিলিশিয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বরং তিনি সবসময় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে। "আমি কখনোই সহিংসতা সমর্থন করিনি, আমার বক্তব্য অস্ত্রধারণের আহ্বান ছিল না। বরং এটি ছিল ভারসাম্য বজায় রেখে শান্তি স্থাপনের একটি সতর্ক অনুরোধ।"

শেষে তিনি বলেন, "আমি এই মহান দেশের একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে একতার পক্ষে ও সকলের জীবনের সুরক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছি। বাফার জোন বিভাজনের প্রতীক নয়, বরং উত্তেজনা কমানোর ও জনগণের সুরক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপায়।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অনুমোদন দিলেন উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমান কর্মসূচির কার্যনির্বাহ মডেল

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ভারতের স্বদেশী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমান কর্মসূচির কার্যনির্বাহ মডেলকে অনুমোদন দিয়েছেন। এই মডেল ভারতীয় বিমানচালনা শিল্পের জন্য একটি শক্তিশালী ঘরোয়া পরিবেশ গঠনের দিকে বড় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, এই কর্মসূচির আওতায় সরকারি ও বেসরকারি খাত উভয়কেই প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে সমান সুযোগ প্রদান করা হবে। এতে অংশগ্রহণকারী সংস্থা বা দরপত্রকারী সংস্থাকে ভারতীয় আইন ও বিধি মেনে পরিচালিত একটি ভারতীয় কোম্পানি হতে হবে।

মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এই কর্মসূচি স্বদেশী প্রযুক্তি ও দক্ষতার ব্যবহার করে এএমসিএ প্রোটোটাইপ তৈরি করার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, যা ভারতের বিমানচালনা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এএমসিএ একটি পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ ক্ষমতাসম্পন্ন মাল্টিরোল ফাইটার জেট, যা সম্পূর্ণরূপে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত হওয়ার কথা। এটি ভবিষ্যতে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধক্ষমতা বহুলাংশে বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিঙ্গাপুর ব্যাডমিন্টন ওপেন : প্রথম রাউন্ডেই বিদায় তনিশা-ধ্রুব জুটির

সিঙ্গাপুর, ২৭ মে : সিঙ্গাপুর ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে হতাশাজনক শুরু করলো ভারতের শীর্ষ মিক্সড ডাবলস জুটি তনিশা ক্রাস্টো এবং ধ্রুব কপিলা। চীনের ঝাং চি এবং চেং জিংয়ের বিপক্ষে তারা প্রথম রাউন্ডেই হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন। ম্যাচে ভারতীয় জুটি ১৮-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে পরাজিত হয়।

অপরদিকে, আরেক ভারতীয় মিক্সড ডাবলস জুটি অমৃতা প্রমথেশ ও অশীত সূর্যও টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই হেরে যান। তাদের পরাজিত করে জাপানের সায়াকা হোবারা এবং ইউইচি শিমোগামি জুটি। ম্যাচের ফলাফল ছিল ১১-২১, ১৭-২১। নারী এককের প্রথম রাউন্ডেও ভারতের জন্য সুখবর ছিল না। মালবিকা বানসোড় থাইল্যান্ডের সুপানিদা কাতেথোংয়ের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও ২১-১৪, ১৮-২১, ১১-২১ ব্যবধানে হেরে যান এবং প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন।

সিঙ্গাপুর ওপেনের শুরুতেই ভারতীয় শিবিরের এমন পারফরম্যান্সে হতাশা ছড়িয়েছে ব্যাডমিন্টনপ্রেমীদের মধ্যে। এখন নজর পুরুষ একক ও অন্যান্য বিভাগে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের দিকে।

এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সারভিন সেবাস্টিয়ানের ব্রোঞ্জ, ভারতের পদক যাত্রা শুরু

গুমি, ২৭ মে : দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে চলমান এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সারভিন সেবাস্টিয়ান পুরুষদের ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতে দেশের জন্য প্রথম পদক এনে দিলেন। তিনি এক ঘণ্টা ২১ মিনিট ১৩.৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। এই ইভেন্টে চীনের ওয়াং ঝাওঝাও স্বর্ণপদক জয় করেন, আর রৌপ্য পদক যায় জাপানের কেন্টো ইয়োশিকাওয়ার ঝুলিতে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আরেক ভারতীয় অ্যাথলেট, অমিত, পঞ্চম স্থানে শেষ করেন। সারভিনের এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে ভারত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক তালিকায় নাম লেখাল। ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এই ফলাফলে খুশি হলেও এখনও আরও পদকের আশায় রয়েছে।

মণিপুরে জঙ্গিদের অস্ত্র সরবরাহে যুক্ত থাকার অভিযোগে মিজোরামের ৩ বাসিন্দার বিরুদ্ধে এনআইএ চার্জশিট

আইজল/গুয়াহাটি, ২৭ মে: মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহের অভিযোগে মিজোরামের তিন বাসিন্দার বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দায়ের করল জাতীয় তদন্ত সংস্থা। অভিযুক্তরা হলেনভানলালদাইলোভা, লালমুয়ানপুইয়া এবং লালরিনছুঙ্গা ওরফে আলবার্ট।

২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর এনআইএ-র নেতৃত্বে অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হয়। এরপরই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এনআইএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই তিনজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত সাম্প্রতিক জাতিগত হিংসা এবং জঙ্গি কার্যকলাপকে প্ররোচিত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

তারা সক্রিয়ভাবে একটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মণিপুরে সক্রিয় একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে অস্ত্র সরবরাহ করতেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, এই অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের ফলে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে এবং উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এই কর্মকাণ্ডে তাদের ভূমিকা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং সংগঠিত।

তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, অস্ত্র আইন, এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন -এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে এনআইএ।

সংস্থার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, "উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাস ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে এনআইএ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এমন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

অরুণাচল প্রদেশে বিরোধিতার মুখে সিয়াং মেগা ড্যাম, ধারা ১৪৪ লঙ্ঘনের অভিযোগে মানবাধিকার কর্মী এবো মিলির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ

ইটানগর, ২৭ মে: বিতর্কিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে অরুণাচল প্রদেশে। এই প্রেক্ষাপটে সিয়াং জেলার ডেপুটি কমিশনার পি. এন. থুংগন মানবাধিকার ও পরিবেশকর্মী এবো মিলির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, বেগিং গ্রামে এক প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় তিনি ধারা ১৪৪ লঙ্ঘন করেছেন।

গত ২৩ মে বেগিং গ্রামে আয়োজিত এই বিক্ষোভে ৪০০-রও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রস্তাবিত ১১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেগা ড্যামের বিরুদ্ধে সরব হন। এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন এবো মিলি ও সিয়াং ইন্ডিজেনাস ফার্মার্স' ফোরামের সদস্যরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একদিন আগেই গণসমাবেশ নিষিদ্ধ করে ধারা ১৪৪ জারি করা হয়েছিল।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এবো মিলির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ১৩৫, ১৯১ ও ৩২৪ নম্বর ধারা, এবং পাবলিক প্রপার্টি ক্ষয়রোধ আইন-এর ৩ ও ৪ নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই ড্যাম নির্মাণের প্রাক-সমীক্ষার কাজে প্রযুক্তি দলের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করেছে। এর ফলে স্থানীয় আদিবাসী জনগণের মধ্যে আশঙ্কা ও অসন্তোষ আরও বেড়েছে। সিয়াং ও আপার সিয়াং জেলার বাসিন্দারা আশঙ্কা করছেন, এই প্রকল্প তাদের পূর্বপুরুষদের জমি ও নদী ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।

এর আগেও দু''বার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবো মিলি, যখন তিনি একই প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি একজন সুপরিচিত আদিবাসী অধিকার এবং পরিবেশ সংরক্ষণকর্মী হিসেবে পরিচিত।

এদিকে এই অভিযোগ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে দাবি করেছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তারা শান্তি পূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ভূমি, নদী ও জীবনযাত্রার সুরক্ষা চান, এবং এই ধরণের অভিযোগ তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

মেঘালয়: পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা নবায়নকে "রাজনৈতিক পদক্ষেপ" বলে প্রত্যাখ্যান করল নিষিদ্ধ ঘোষিত এইচএনএলসি

শিলং, ১১ মে: নিষিদ্ধ ঘোষিত হিন্যেউট্রেপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিচারিক ট্রাইবুনালের রায়কে 'আদিবাসী কণ্ঠর দমন' হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১০ মে দেওয়া রায়ে ট্রাইবুনাল ইউএপিএ আইনের অধীনে সংগঠনটির ওপর আর পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে।

বিচারপতি সৌমিত্র সাইকিয়া-এর নেতৃত্বাধীন ট্রাইবুনাল জানিয়েছে, এইচএনএলসি এখনো সশস্ত্র কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই সংগঠনটি নিষিদ্ধ, যার সর্বশেষ নবায়ন হয় ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এইচএনএলসি-র সাধারণ সম্পাদক সাঞ্জুপার নঙব্রাও এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইউএপিএ এখন রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আমাদের সংগ্রাম সন্ত্রাসবাদ নয়, এটি হিন্যেউট্রেপ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।'

সরকারের পেশ করা তথ্যমতে, নভেম্বর ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংগঠনটির বিরুদ্ধে মোট ৪৮টি অপরাধমূলক মামলার নথিভুক্ত হয়েছে। মেঘালয়ের বিভিন্ন জেলায় বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য অপরাধে এইচএনএলসি-র সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। একই সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী ৭৩ জন সন্দেহভাজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া আসামের ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট -সহ অন্যান্য বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে এইচএনএলসি-র যোগাযোগের কথাও উঠে আসে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, সংগঠনটি ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে রাজ্যের তরুণদের প্রলোভিত ও চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বেশ কয়েকটি গ্রেপ্তারের ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে ধৃতদের "ওভারগ্রাউন্ড" কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে নঙব্রাও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, 'যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা শুধুমাত্র আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। সরকার সংখ্যা বাড়িয়ে প্রকৃত আদিবাসী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদের মোড়কে দমন করছে।'

সংগঠনটির পক্ষে অ্যাডভোকেট ফার্নান্ডো শ্যাংলিয়াং ট্রাইবুনালে সওয়াল করলেও, নঙব্রাও অভিযোগ করেন, তাদের বক্তব্য ট্রাইবুনাল শোনেনি। তাঁর ভাষায়, 'ট্রাইবুনাল নিজেই অসাংবিধানিক এবং আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দেয় না।'

এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ হোয়াটসঅ্যাপকে একাধিক বাংলাদেশি নম্বরের বিষয়ে তথ্য দিতে নোটিশ পাঠিয়েছে, যেগুলি থেকে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ। হোয়াটসঅ্যাপ এখনও সেই নোটিশের উত্তর দেয়নি।

এই নিষেধাজ্ঞা নবায়নের ফলে, আগামী পাঁচ বছর এইচএনএলসি ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবেই থাকবে। এর ফলে সংগঠনটির সদস্য ও সমর্থকরা ইউএপিএ-সহ বিভিন্ন সন্ত্রাস বিরোধী আইনের আওতায় অভিযুক্ত হতে পারেন।

এই পরিস্থিতি উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ক্ষোভ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বনাম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা উদ্বেগএই দুই মেরুর সংঘাতকে আরও গভীর করেছে।

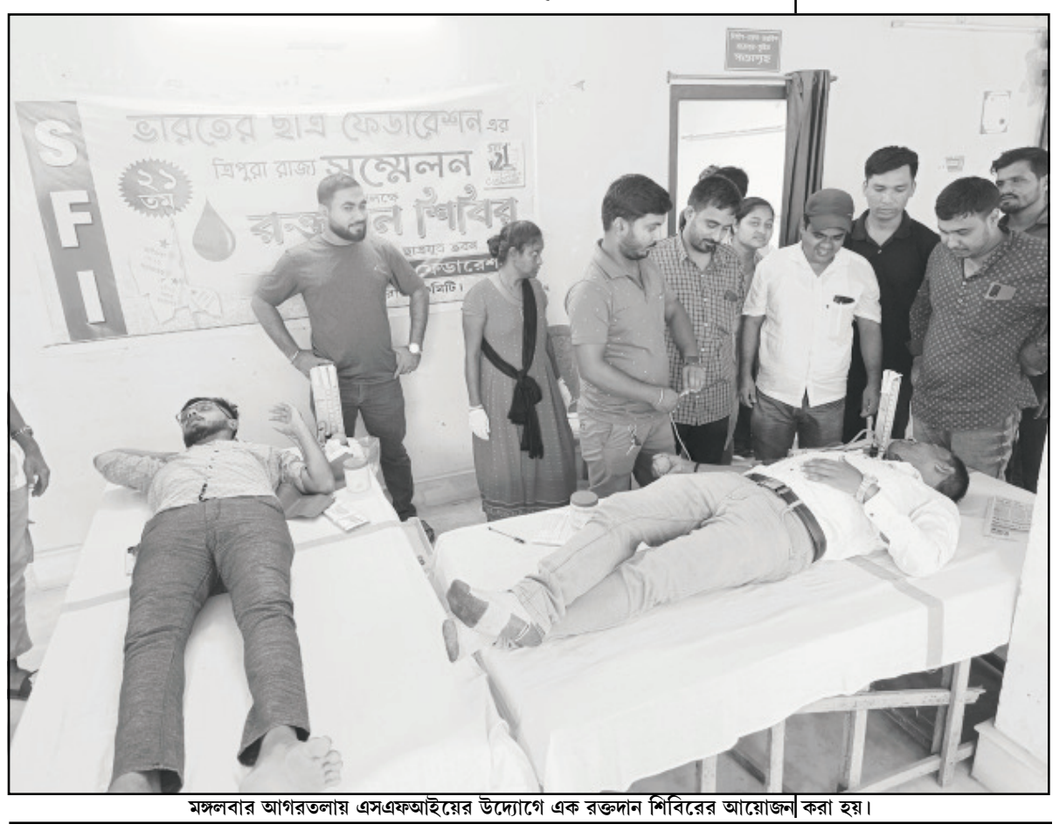

মঙ্গলবার আগরতলায় এসএফআইয়ের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর ৬১তম প্রয়াণবার্ষিকী পালিত কংগ্রেস ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: মঙ্গলবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর ৬১তম প্রয়াণ বার্ষিকী পালন করা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। প্রয়াত হয়েছিলেন ২৭ মে, ১৯৬৪ সালে। আজ উনার ৬১তম প্রয়াণ বার্ষিকী।

তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আদর্শবাদী, পণ্ডিত এবং কূটনীতিবিদ। লেখক হিসেবেও নেহেরু ছিলেন বিশিষ্ট। ইংরেজিতে লেখা তার তিনটি বিখ্যাত বই- ''একটি আত্মজীবনী'', ''বিশ্ব ইতিহাসের কিছু চিত্র'', এবং ''ভারত আবিষ্কার'' চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। আজ উনার ৬১ তম প্রয়াণ বার্ষিকী প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবন আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উনার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, তাছাড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায় কংগ্রেসের এস সি সেলের সভাপতি নিরঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কুমার সাহা বলেন, আধুনিক ভারতের স্রষ্টা ছিলেন পন্ডিত নেহেরু। স্বাধীনতা ,গণতন্ত্র, সংবিধান প্রতিষ্ঠার কান্ডারী ছিলেন তিনি। বর্তমান ভারতবর্ষের সরকারের গণতন্ত্র সহ সংবিধানের প্রতি যে অনীহা অন্যায় আচরণ, দেশের জনগণ যেভাবে অস্থিরতার ভেতর জীবন যাপন করছে তখন আমাদের স্মরণে আসে জহরলাল নেহরু। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র ও লোক তন্ত্রের প্রেরণার স্রোত।

চুরি করা গবাদিপশু নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি, মৃত্যু এক গবাদি পশুর, আহত অপরটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: বিশ্রামগঞ্জ আমতলী এলাকায় দুর্ঘটনা কবলে পড়লো গবাদি পশু বোঝাই একটি ম্যাক্স গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক গবাদি পশুর, পাশাপাশি আহত হয়েছে আরো এক গবাদি পশু। দুটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন আমতলী এলাকায় দুর্ঘটনা কবলে পড়ে ওই ম্যাক্স গাড়ি। দুর্ঘটনা বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয়রা। পালিয়ে যায় গাড়ির চালক সহ সহ চালক।

জানা যায়, টিআর০১-ডি -২০১০ নাম্বারের একটি ম্যাক্স গাড়ি করে দুটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে দ্রুতগতিতে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ম্যাক্স গাড়ি। ঘটনাস্থলে গাড়িতে মৃত্যু হয় একটি গবাদি পশুর। আহত হয় অপর একটি গবাদি পশু। দুর্ঘটনাস্থলে ম্যাক্স গাড়ি থেকে ছিটকে ড্রেনে পড়ে যায় একটি গবাদি পশু। পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত গবাদি পশুটি ড্রজার দিয়ে উদ্ধার করে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত গবাদি পশুটি বাজার মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা হবে বলে জানান স্থানীয়রা।

এদিকে ঘটনায় গাড়িতে থাকা চালক সহ চালাক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় গো পালকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায় কোথাও থেকে এই দুটি গবাদি পশুর চুরি করে নিয়ে চোরের দল বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোমতী জেলাশাসকের বিরুদ্ধে সরব তিপ্রা মথা দলের মন্ত্রী বিধায়কগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: জেলাশাসক টি কে চাকমার বিরুদ্ধে সরব হলেন তিপ্রা মথা দলের মন্ত্রী বিধায়ক ও এমডিসিরা। আজ বিকেলে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিলেন রাজ্যের শাসকদলের জোট সঙ্গী তিপ্রা মথা।

মঙ্গলবার রাজ্যমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, টিটিএডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া সহ দলের বিধায়ক ও এমডিসিরা মহাকরণে মুখ্য সচিবের কার্যালয়ে গিয়ে গোমতী জেলার জেলা শাসকের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা। উল্লেখ্য গত রবিবার রাতে তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জেলাশাসকের সরকারি বাসভবনে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদ্যোৎ বাবুর সঙ্গে দেখা করেননি জেলাশাসক। বাসভবনের সামনে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী জানিয়ে দিয়েছেন যে জেলাশাসক বলেছে যদি কোন সাক্ষাৎ করতে হয় তাহলে সরকারি অফিসে আসার জন্য। সরকারি আবাসনে কোন সাক্ষাৎ করা যাবে না।

এদিন মহাকরণের মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, জেলাশাসক যে ব্যবহার করেছেন এটি নিন্দনীয়। বিষয়টিকে সঠিকভাবে তদন্ত করার দাবিতে এদিন মুখ্য সচিবের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব বিষয়টি দেখবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন।

সাতচাঁদের উত্তর ভুরাতলীতে তিন আইন নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা,২৭ মে: গোটা দেশে লাগু হয়েছে তিনটি নয়া আইন। ভারতীয় ন্যায় সংগীতা ,ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংগীতা , ভারতীয় সাক্ষ্য অধীনিয়ম। চালু হওয়া এই তিনটি আইন নিয়ে সাধারণ মানুষ কে সচেতন করতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে, প্রতিনিয়ত সচেতনতা মূলক আলোচনা কর্মসূচি জারি রেখেছে সাব্রুম মহকুমা আইনসেবা কমিটি।

এনিয়ে,মঙ্গলবার সাব্রুম মহকুমারে সাতচাঁদ ব্লকের অন্তর্গত উত্তর ভুরাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে মহকুমা আইনসভা কমিটির পক্ষ থেকে আইনজীবী মণিদীপ্ত সরকার ,দেশে লাগু হওয়া তিনটি নয়া আইন নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন সচেতনতা শিবিরে।এই কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি জ্যোতি দাস , এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইনী অধিকার মিত্র অমিত্রা দেবনাথ। সাব্রুম মহকুমা আইনসভা কমিটির উদ্যোগে,গোটা মহকুমাতে তিনটি নয়া আইন নিয়ে সচেতনতা শিবির জারি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিয়ে জটিলতা, সাংবাদিকের উপর শিক্ষক কর্তৃক হামলার অভিযোগ

আগরতলা, ২৭ মে: রাজধানীর জেল রোড এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ভর্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও প্রতারণা করা হচ্ছে। এই নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, সংবাদ সংগ্রহের সময় এক সাংবাদিকের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন দুইজন শিক্ষক। একপর্যায়ে ওই ফোন ভেঙে ফেলা হয়। এতে সাংবাদিকসহ উপস্থিত অভিভাবকদের মাঝে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা ও অস্বচ্ছ নীতির কারণে বহু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

অভিভাবকদের একজন বলেন, "ভর্তি নিয়ে আমরা পরিষ্কার কোনো তথ্য পাচ্ছি না। এর ওপর আবার সাংবাদিকদের ওপর হামলা আমাদের আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। একজন শিক্ষক এমন কাজ করতে পারেন, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে।"

এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক সমাজ ও অভিভাবক মহল। এখন দেখার বিষয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নেয় এবং শিক্ষাঙ্গনে এমন অনভিপ্রেত ঘটনা প্রতিরোধে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ইলেকট্রিক এবং সিএনজি অটোর দৌলতে বাস গাড়ির পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পথে

আগরতলা, ২৭ মে : ইলেকট্রিক এবং সিএনজি অটোর দৌলতে বাস গাড়ির পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এতে ক্ষতির সম্মুখীন বাস পরিষেবা।

প্রসঙ্গত, তেলিয়ামুড়া আগরতলা সড়কে রয়েছে ২৮ টি বাস গাড়ি। বাস গাড়ির সাথে যুক্ত শ্রমিকদের অভিযোগ, বাস গাড়ির যাত্রীদের ইলেকট্রিক অটো এবং সিএনজি চালিত অটো রোজই তেলিয়ামুড়া — আগরতলা সড়কে অহরহ ট্রিপ দিচ্ছে। এতে ক্ষতির সম্মুখীন বাস পরিষেবা। এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে গতকালকে সোমবার সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া- আগরতলা ভায়া আগরতলা তেলিয়ামুড়া সড়কে বাস পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। এর ফলে গত দুইদিন ধরেই তেলিয়ামুড়ায় সাধারণ যাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্ট্যান্ড এলাকাগুলিতে সকাল থেকেই গাড়ির অপেক্ষায় যাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে বাঁশগাড়ীর শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ম্যাক্স গাড়ির চালকরা ও নির্দিষ্টকালের বন্ধের সমর্থন জানিয়েছে। আজ সকাল থেকে বিভিন্ন স্ট্যান্ডে দেখা গেছে বাস এবং ম্যাক্স এর চালকরা অটো গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে টেলিয়ামুড়া এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এদিকে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছে অথচ এখনো পর্যন্ত সমস্যা নিরসনে প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। আজ সকালে দেখা গেছে বিভিন্ন স্ট্যান্ডে অনেক অসুস্থ রোগী চিকিৎসার জন্য আগরতলা যেতে না পেরে বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ২১তম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ২৭ মে : ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ২১তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার মেলার মাঠ ছাত্র যুব ভবনের অফিস কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেবসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। শিবির থেকে যুবসমাজের মধ্যে রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং সম্মেলনের প্রচারমূলক কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সম্মেলনকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-যুব সমাজকে যুক্ত করে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।

ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান: করবুকে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, করবুক, ২৭ মে:করবুক মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ করবুক মাল্টিপারপাস হলে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের উপর এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির উপর আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, করবুক ও শিলাছড়ি ব্লকের বি.ডি.ও. শুভ্রজিৎ পাল, পাচাল দেববর্মা, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ধনমণি ত্রিপুরা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক অনুরাগ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক বি.এ.সি.-র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বিশাল দেববর্মা, কপিল জমাতিয়া প্রমুখ।

আসাম ও তামিলনাডুর ৮টি শূন্য পদে নির্বাচন আগামী ১৯ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: আসাম এবং তামিলনাড়ুর আট জন রাজ্যসভা সদস্যের সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে আগামী জুন-জুলাই মাসে। তাদের মধ্যে আসামের দুই সদস্য মিশন রঞ্জন দাস এবং বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৪-০৬-২০২৫ তারিখে এবং তামিলনাড়ুর ছয় জন সদস্য যথা ডা. অনবুমানি রামাদস, থিরু এম শনমুগন, থিরু এন চন্দ্রশেখরণ, থিরু এম. মহম্মদ আবদুল্লা, থিরু পি. উইলসন এবং থিরু ভাইকোর মেয়াদ শেষ হবে ২৪-০৭-২০২৫ তারিখে। ভারতের নির্বাচন কমিশন আসাম ও তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে রাজ্যসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে ২ জুন, ২০২৫ তারিখে (সোমবার) এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হবে ৯ জুন, ২০২৫ (সোমবার)। ১০ জুন, ২০২৫ (মঙ্গলবার)-এ মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখা হবে এবং মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার শেষ তারিখ হবে ১২ জুন, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার)। ১৯ জুন, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার)-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ১৯ জুন (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৫টায় ভোট গণনা হবে। ২৩ জুন, ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

এই নির্বাচনের নিরিখে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে, একমাত্র রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া নির্দিষ্ট বেগুনী রঙের স্কেচ পেন দিয়েই ব্যালট পেপারে মার্কিং করা যাবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথাযথ আয়োজন ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের জারি করা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

শান্তিরবাজার বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে পরিষেবা পাচ্ছেন না সাধারণ জনগণ, হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ মে: শান্তিরবাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেও দেখা মিলছেনা অফিসার বাবুদের। এমনটাই লক্ষ্য করা গেছে মঙ্গলবার। শান্তিরবাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের বেহাল অবস্থা। বিদ্যুৎতের বিল দেওয়া থেকে সংযোগের নানান বিষয়ে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজনেরা ছুটে আসে দপ্তরের মহকুমার কার্যালয়ে। দপ্তরের আধিকারিক ছাড়া এই সকল সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব। তাই সকলে নিজেদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য অফিসে ছুটে আসে।

কিন্তু দেখা যায় অফিস শুরুর সময় অতিক্রান্ত হবার ১ ঘন্টা পরেও দপ্তরের আধিকারিকদের কোনোপ্রকার খোঁজখবর নেই। মঙ্গলবার শান্তিরবাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে এমনটাই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বেলা ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ পর্যন্ত অফিসারবাবুদের অফিস কক্ষ ফাঁকা লক্ষ্য করা যায়। অফিসকক্ষে ফাঁকা চেয়ারে চলছে পাখা। এতে করে দপ্তরের আধিকারিকরা নিজেরাই বিদ্যুৎতের অপচয় করে যাচ্ছে।

অপরদিকে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিদ্যুৎ গ্রাহকরা আধিকারিকদের না পেয়ে নিরাশ হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে দেখা যায়। বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জানান দপ্তরের সমস্ত প্রকারের অর্থ মিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বাঁকাপথে অর্থ উপার্জনের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে থাকে কর্মীরা। গ্রাহকরা দপ্তরের কর্মীদের আবদার না মেটাতে পারলে গ্রাহকদের সঠিকভাবে পরিষেবা প্রদান করা হয়না। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর এই সকল কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করুক , দাবি স্থানীয়দের।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে

● প্রথম পাতার পর

রতন লাল নাথ। এখানে ট্রেনিং হলে, ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার প্রজেক্টরের মাধ্যমে অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি জ্ঞান কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাপনা, ভিডিও কনফারেন্স-র ব্যবস্থা সহ তথ্যপ্রযুক্তির সমস্ত সুবিধা রয়েছে। এতে করে কৃষি নির্ভর অমরপুরবাসী তাদের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং অধিক ফলনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এই কেন্দ্রটি এলাকার কৃষিজ উন্নতি দারুণভাবে প্রতিফলিত হবে। উপস্থিত ছিলেন অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস, সহ অন্যান্যরা।

মা'র সামনে বাইকের

● প্রথম পাতার পর

বাইক চালিয়ে আসে শিশুটিকে ধাক্কা মারে। অত্যাধিক রক্তক্ষরণের ফলে শিশুটির মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয় সেই এলাকায়। ছুটে গিয়েছে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অভিযুক্ত উজ্জ্বল মিয়াকে গতকাল রাতে আটক করা হয় বলে জানান পশ্চিম জেলার এসপি কিরণ কুমার কে।

আগামী ৫ দিন রাজ্যে ভারী

● প্রথম পাতার পর

বজ্রপাতের সাথে দমকা হাওয়া সহ ভারী থেকে খুব ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় সিপাহীজলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। পাশাপাশি আগামী পাঁচদিন আগামী পাঁচদিন ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

ফল প্রকাশ ও

● প্রথম পাতার পর

টিআর বিটি ।তাই তারা বাধ্য হয়ে আজ সকালে অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবি জানিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

তাঁদের আরও অভিযোগ,এসটিজিটির পরীক্ষার্থীর মধ্য কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ।তাই তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী নিকট আবেদন, ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

৭৫ বছর ধরে

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি এখন পাল্টে যাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এখন পাকিস্তানের নেতিবাচক এইসব কাজকর্মকে ছায়াযুদ্ধ বলা ভুল হবে। তবে, ২২ মিনিটের মধ্যে জঙ্গিদের ৯টি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যামেরায় বিষয়টি ধরা আছে। এই নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। পাকিস্তান এখন সুচতুর কৌশলে এগোচ্ছে — এটা স্পষ্ট। ৬ মে-র প্রত্যাঘাতের পর পাকিস্তানে জঙ্গিদের শেষকৃত্য যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে পাকিস্তানি সেনা আধিকারিকরা যেভাবে উপস্থিত থেকেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট ইসলামাবাদ একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধ পরিকল্পনা ফেঁদেছে। এরও যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বিকাশ এবং কল্যাণের পথে হেঁটেছে বরাবর। সঙ্কটের সময় সকলের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। এই সব সত্বেও এই দেশকে প্রায়ই হামলার শিকার হতে হয়েছে। দশকের পর দশক ধরে এই দেশ বঞ্চিত হয়েছে। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা দীর্ঘদিন অবহেলার শিকার হয়েছে। বাঁধ তৈরি হয়েছে, কিন্তু তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। ৬০ বছর ধরে জলাধারগুলির পলি খননের কাজ বকেয়া থেকেছে। জল সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কমে গেছে ভীষণ ভাবে। জলের প্রাপ্য অধিকার ভারতবাসীকেই পেতেই হবে বলে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈরিতা নয়, ভারত শান্তি ও সমৃদ্ধি চায়। ২০১৪-র ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথমবার দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বহরে ভারত ছিল বিশ্বের একাদশ স্থানে। এর মধ্যে এসেছে বহু বাধা, কোভিড-১৯-এর মত বিপর্যয়, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তা সত্বেও অর্থনীতি হিসেবে ১১ থেকে উঠে ৪ নম্বরে এসে পৌঁছেছে ভারত। ছোটবেলা থেকেই গুজরাটে থাকার সময় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার শিক্ষা পেয়েছেন বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুজরাট সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বিগত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা এই রাজ্যকে এক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। ভারতের বিকাশ যাত্রা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদেশের ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করলে ১৯৪৭-এ বিদেশী শাসকের হাত থেকে মুক্তি সম্ভব হতো না। ১৪০ কোটি ভারতবাসী অবশ্যই আগামী ২৫ বছরে উন্নত ভারত গঠনে সক্ষম হবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৬ মে শুরু হওয়া অপারেশন সিঁদুর তার প্রাথমিক গন্ডি পেরিয়ে ক্রমে জাতীয় প্রগতির প্রতীক হয়ে উঠবে। চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ থেকে পরবর্তীকালে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণে ভারতবাসীর প্রত্যয় মূল শক্তি বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। বিদেশী পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এপ্রসঙ্গে তিনি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। ভারতে তৈরি পণ্যের ব্যবহারে দেশবাসীকে আরও উদ্যোগী হতে বলেন তিনি। দেশের অর্থনীতিকে আরও জোরদার করা এবং বিশ্বের মঞ্চে ভারতকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী।

এক মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

মৃতার স্বামী এবং সতিনকে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই লালটিলার কাজ করতেন মঞ্জু মুন্ডা, বয়স ৩৭। তাঁর বাড়ি ধলাবিল মুন্ডা বস্তিতে। আজ সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মৃতার বোন এবং পুলিশ। এদিকে, ছুটে গিয়েছে ডগ স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক টিম। মৃতার বোনের দাবি, মঞ্জু মুন্ডাকে তাঁর স্বামী এবং সতীন মিলে খুন করেছে। কারণ, গতকাল মঞ্জু তাঁর বোন জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী এবং সতীন তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে করে এমনটাই জানানো হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, এবছর মোট ৫২৯৬ পরীক্ষার্থী রাজ্যের ১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসে। এদের মধ্যে ২৫১১ জন ছাত্র এবং ২৭৮৫ জন ছাত্রী। আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬৪৪ জন পিসিএম গ্রুপের জন্য, ৩০৪৮ জন পিসিবি গ্রুপের জন্য এবং ১৬০৪ জন উভয় গ্রুপের জন্য আবেদন করেছে। এবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পি সি এম গ্রুপে প্রথম হয়েছেন দ্বীপজয় দাস (রোল নম্বর ০১৩৭), দ্বিতীয় তৃষ্ণরতা দাস (রোল নং ২৬৬৭)এবং তৃতীয় হয়েছেন অর্ণব নাথ (রোল নং ০২৯৮)। অন্যদিকে পি সি বি গ্রুপে প্রথম হয়েছেন অনন্যা দেবনাথ (রোল নং ১১৫২), দ্বিতীয় সপ্তদীপ পাল (রোল নং ২২৪৪) এবং তৃতীয় হয়েছেন দেবপ্রসাদ সাহা (রোল নং ১৮১৯)।

দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা

● প্রথম পাতার পর

ব্লকের সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বড়পাথরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, হরিপুর এসবি স্কুল, মনপাথর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আজগর রহমানপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নাসিরনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাগান বাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কুলের একাংশ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যা ব্যাবসার অভিযোগ উঠেছে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এই সংবাদের ভিত্তিতে স্কুল পরিদর্শক কার্যালয়ে গিয়ে, স্কুল পরিদর্শকের সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে, তিনিও স্বীকার করেছেন কিছু কিছু সরকারি শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করাচ্ছে। এই নিয়ে কমিটি তদন্ত করবে। এই দিকে যে সকল সরকারি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে টিউশন বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে সেই শিক্ষকরা এই বিষয়টি অস্বীকার করছে। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি উঠেছে।

শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে

● আটের পাতার পর

কলুষিত হচ্ছে ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রসংগঠনটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বিচার মঞ্চের নামধারী শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে ময়দানে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আর তাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে দপ্তর কর্মকর্তাদেরকে দায়ী থাকতে হবে বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ

● আটের পাতার পর

গতকাল বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজ এই বিষয়ে বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে উদ্ধার করা সামগ্রী তথ্য দিয়ে তুলে ধরেন। উনার বক্তব্য অনুযায়ী, বিএসএফ যা জমা দিয়েছে তা হল ১৯৭ টা ফেন্সিডেল, ২০ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট এবং ১৫২ টা বিভিন্ন ধরনের শাড়ি। তিনি আরো জানান এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে পাশাপাশি এই সামগ্রীগুলি আজ বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে দেখা যাচ্ছে সাংবাদিককে আড়াল করার চেষ্টা করছে। কেন তাদের এই ধরনের অভিপ্রায় তা জানা না গেলেও বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব চিত্র থেকে তা অনেকটাই পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠছে। এই নিয়ে জনমনে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

রাজ্য রেটিং দাবায় চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে অগ্রজিত, শেখোয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে থাকা অগ্রজিৎ পালকে ধরে ফেললেন শেখোয়াত হোসেন। ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। পাঁচ রাউন্ডের শেষে এককভাবে শীর্ষে ছিলেন দক্ষিণ জেলার অগ্রজিৎ পাল। মঙ্গলবার ষষ্ঠ রাউন্ডে সোমরাজ সাহা-র সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করার পর সপ্তম রাউন্ডে রাজবীর আহমেদের সঙ্গে আবার পয়েন্ট ভাগ করেন অগ্রজিৎ। সাত রাউন্ডের শেষে অগ্রজিতের পয়েন্ট ছয়। এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে এদিন সপ্তম রাউন্ডে সোমরাজ সাহাকে পরাজিত করে অগ্রজিতের সঙ্গে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন ধর্মনগরের শেখোয়াত হোসেন। বুধবার সকালে অগ্রজিতের সঙ্গে খেলবেন শেখোয়াত। ওই ম্যাচে যে জয় পাবেন সেই খেতাবের দৌড়ে এগিয়ে যাবে। আসরে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কিংশুক দেবনাথ, রাজবীর আহমেদ, মেহেদ্বীপ গোপ, দিব্যজ্যোতি সরকার, উমাশংকর দত্ত, শৌভিক রায় চৌধুরী, অভিনব নাথ এবং অমন চাকমা। পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস, অনুপম নাথ, নীল কুমার দত্ত, সোমরাজ সাহা , রোহিতশ্ব দাস, কিংকর রায়, অন্তরীপ আচারিয়া, প্রসেনজিৎ নমঃশূদ্র এবং রোহিত বিশ্বাস। বুধবার সকালে অষ্টম এবং বিকেলে নবম রাউন্ডের খেলা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় হবে আসরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তাতে উপস্থিত থাকার কথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সভাপতি পদ্মশ্রী ড: দীপা কর্মকার, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকতা সত্যব্রত নাথ এবং রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যের সকল অংশে ক্রীড়া মোদীদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

যোগেশ চক্রবর্তী স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ ব্লাডমাউথ

ব্লাড মাউথ - ২৪৯/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরুটা ভালো করেও নিচের সারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। রিয়াদ হোসেন এবং শংকর পালের ভেলকির সামনে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে মঙ্গলবার প্রথম দিনের শেষে ব্লাড মাউথ ক্লাব নয় উইকেট হারিয়ে ২৪৯ রান করে। সময় ১৫৪ রান ২ উইকেট হারিয়ে বড় স্কোর গড়ার দিকে এগোচ্ছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। কিন্তু শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলীয় ৩২ রানের মধ্যে ব্লাড মাউথ হারিয়েছিল ওপেনার সেন্টু সরকার এবং মারকুটে ব্যাটসম্যান উদিয়ান বসুকে। ওই অবস্থায় বিক্রম কুমার দাস এর সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছেন রিমন সাহা। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রিমন থেকে বিক্রম ছিলেন কিছুটা মারমুখি। দ্বিতীয় উইকেটে দুজন ১২০ রান যোগ করেন। দুরন্ত ব্যাট করলেও দুর্ভাগ্য বিক্রম এবং রিমনের। বিক্রম তিন রানের জন্য শতরান থেকে এবং রিমন পাঁচ রানের জন্য অর্ধশতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বিক্রম ১৩৭ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৭ রানে এবং রিমন ১৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৪৫ রানে আউট হয়েছেন। এরপর দলের নিচে সারির ব্যাটসম্যানরা বড় স্কোর গড়তে পারেননি। দলের পক্ষে সন্দীপ সরকার ৩০ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, আনন্দ ভৌমিক কুড়ি বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, সৌরভ দাস ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৪ এবং অমিত আলী ৩৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে রিয়াদ হোসেন কুড়ি রানে এবং শংকর পাল ৮৬ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

বিলোনিয়া আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের ফাইনালে ঈশান চন্দ্র নগর স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি। আর তাতে উত্তর বিলোনিয়া মাঠে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র নিতে মুখোমুখি হয় ঈশান চন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। ডু অর ডাই ম্যাচে এদিন শেষ পর্য্যন্ত বাজিমাত দেখিয়ে প্রথম দল হিসাবে ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র ছিনিয়ে নেয় ঈশান চন্দ্রনগর। ম্যাচে ঈশান চন্দ্রনগর ৫ উইকেটে পরাজিত করে বিদ্যাপীঠ।

সীমিত ওভারের লড়াইয়ে এদিন সকালে জয়ী দল টসে জিতে প্রতিপক্ষদের সহজেই থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ফলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বিদ্যাপীঠ স্কুলের ক্রিকেটাররা ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১১০ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৩ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। ইনিংসে বিদ্যাপীঠের ওপেনিং ব্যাটসম্যান দীপ্তনু পাল সর্বোচ্চ ২৯ রান করে। এছাড়া কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে দীপরাজ দাস (১১) ও রূপক ভৌমিক (১৬)। দুই দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট নেয় সাগর তাঁতি ও শুভজিৎ রায়। জবাবে জয়ের জন্য ১১১ রানের টার্গেট নিয়ে ঈশান চন্দ্রনগর ভেট করতে নেমে ১৮.১ ওভারে পাঁচ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১১৩ রান তুলে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়। সাগর তাঁতির অপরাজিত ৩২ রানের সাহায্যেই কার্যত সহজ জয় পেল ঈশান চন্দ্রনগর। এছাড়াও ব্যাট হাতে নিয়ে রান পেল সুমন মজুমদার (১১), পলাশ সাহা (১৬), কিশান দাস (১৫)ও সুমন মুন্ডা (১৩)। বিদ্যাপীঠের বোলারদের মধ্যে একটি করে উইকেট নেয় দেবজিৎ ভৌমিক, রূপক ভৌমিক, শুভ দত্ত ও দীপ্তনু পাল। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৯ মে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল আগামী ৩১ শে মে।

দলের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথা ভাবে রাহানে! কেকেআর অধিনায়ককে তুলোধনা সহবাগের

রবিবার আইপিএলে শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে ১১০ রানে হেরেছে কলকাতা। অষ্টম স্থানে শেষ করে আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে তারা। ম্যাচের পরেই কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের দিকে আঙুল তুললেন বীরেন্দ্র সহবাগ। জানালেন, দলের থেকে রাহানে নিজেকে এগিয়ে রেখেছিলেন বলেই এই অবস্থা হয়েছে। বুঝিয়ে দিলেন, কেকেআরের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথা ভাবেন রাহানে।ম্যাচের পর সহবাগ এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, "কোথাও তো এ রকম লেখা নেই যে দলের অধিনায়ককে প্রথম তিনেই ব্যাট করতে হবে। (ঋষভ) পন্থকে দেখুন। ও অনেক ম্যাচে সতীর্থদের এগিয়ে দিয়েছে। কারণ তারা ফর্মে ছিল। লখনউ চাইছিল সেটার সুবিধা নিতে।"সহবাগের সংযোজন, "কেকেআরেরও একই কাজ করা উচিত ছিল। এটা দল পরিচালন সমিতি এবং কোচিং স্টাফের দায়িত্ব। গুজরাতের বিরুদ্ধে চেন্নাই কী করল দেখুন। দরকারমতো শিবম দুবে এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে উপরে তুলে আনল। আগের ম্যাচের ব্যাটিং কম্বিনেশন বদলে ফেলল।"সহবাগের কথা কিছুটা অংশে সত্যিই। পন্থ এমনিতে নামেন চার নম্বরে। তবে অনেক ম্যাচেই সতীর্থ ব্যাটারদের এগিয়ে দিয়েছেন। আয়ুষ বাদোনি, আব্দুল সামাদ, ডেভিড মিলারেরা নেমেছেন পন্থের আগে।তবে লখনউয়ের অধিনায়ককে সমালোচিতও হতে হয়েছে। এমনিতেই তাঁর ব্যাটে রান ছিল না। তাই অভিযোগ উঠেছিল, নিজেকে 'লুকিয়ে' রাখতেই ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন পন্থ।হায়দরাবাদের কাছে হারের পর দলের ব্যাটিং বিভাগকে দায়ী করেছিলেন রাহানে। তাঁর মতে, ব্যাটারেরা অহেতুক নিজেদের উপর চাপ নিয়েছেন। তাতে দলকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। রাহানে বলেন, "কয়েকটা মরসুম ভাল গেলে সকলের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। তখন অনেকে নিজের উপর অহেতুক চাপ নিয়ে ফেলে। প্রত্যেকেরই এই সমস্যা হয়। আমাদের দলের ব্যাটারেরা ভাল ফর্মে ছিল।

গত বার খুব ভাল খেলেছে। এ বার ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর চাপ বাড়িয়ে ফেলেছে। তাই পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছে।" এ বারের অবশ্য রাহানে নিশ্চিত, পরের মরসুমে আবার ভাল ভাবে ফিরবেন রিঙ্কু সিংহ, রমনদীপ সিংহেরা।ব্যাটারদের দায়ী করলেও বোলারদের উপর দোষ চাপাননি রাহানে। উল্টে সকলের প্রশংসা করেছেন তিনি। রাহানে বলেন, "হর্ষিত জাতীয় দল ও আমাদের হয়ে ভাল খেলেছে। বরুণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খুব ভাল খেলেছে। সেই কারণে হয়তো এ বার ও একটু ক্লান্ত ছিল। কিন্তু হর্ষিত, বরুণ, সুনীল, বৈভবদের পরিকল্পনা নির্দিষ্ট ছিল। সেই অনুযায়ী ওরা বল করার চেষ্টা করেছে।" এ বারের আইপিএলে বেগনি টুপির তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন বরুণ। সপ্তম স্থানে বৈভব। দু'জনেই ১৭টা করে উইকেটে নিয়েছেন। হর্ষিত নিয়েছেন ১৫টা উইকেট।

মাথা গরম 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর ! দলের দুই বোলারকে বলই দিলেন না ধোনি

এ বারের আইপিএল জয় দিয়ে শেষ করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। হারিয়ে দিয়েছে প্লে-অফে জায়গা পাকা করে ফেলা গুজরাত টাইটান্সকে। কিন্তু রবিবার সেই ম্যাচে মাথা গরম করতে দেখা গিয়েছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে।ক্রিকেটবিশ্বে 'ক্যাপ্টেন কুল' নামে পরিচিত ধোনি। যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন বলেই এমন নামে ডাকা হয় তাঁকে। ধোনির দল রবিবার ৮৩ রানে জিতেছে গুজরাতের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই মাথা গরম করেছেন অধিনায়ক ধোনি। গুজরাত ব্যাট করার সময় ঘটনাটি ঘটে। দশম ওভারে বল করছিলেন শিবম দুবে। তিনি ১৮ রান দেন ওই ওভারে। গুজরাতের সাই সুদর্শন এবং শাহরুখ খান মিলে ইনিংস গড়ার কাজ করছিলেন। সেই সময় ধোনি ফিল্ডারদের উপর রেগে গিয়েছিলেন। তিনি যে জায়গায় দাঁড়াতে বলছিলেন, সেই জায়গায় ফিল্ডারেরা দাঁড়াননি। সেই কারণে রেগে গিয়েছিলেন ধোনি। মাথিসা পাথিরানা এবং শিবমের উপরেও রেগে গিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই তাঁদের বাদ দিয়ে রবীন্দ্র জাডেজার হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন।জাডেজা আউট করেন শাহরুখকে। সুদর্শনকেও আউট করেন তিনি। শাহরুখ ক্যাচ দেন শর্ট থার্ড ম্যানে পাথিরানার হাতে। সুদর্শন ক্যাচ দেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে দাঁড়ানো শিবমের হাতে। সতীর্থদের উপর মাথা গরম করলেও ধোনি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি।৪৩ বছর বয়সেও আইপিএল খেলে যাচ্ছেন ধোনি। পরের আইপিএল খেলবেন কি না তা স্পষ্ট করে না জানাননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে ধোনি বলেন, "আমি বলছি না যে আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ২০ বছর বালক ও বালিকা বিভাগের রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ মাতাবাড়িতে শুরু হয় মঙ্গলবার। তিন দিনব্যাপী এই আসরের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, ত্রিপুরা অলম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা সহ প্রমুখ। এদিন ত্রিপুরার ৮ জেলা থেকে কাবাডি খেলায় অংশ নেন বালক ও বালিকা বিভাগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী রায় বলেন ,গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাতাবাড়ি প্রাঙ্গনে। তিনি বলেন , ভারতের পার্শবর্তী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আরো কয়েকটি দেশে প্রচলন ছিল এই খেলা। বিশেষ করে বাংলাদেশ এই খেলার প্রচলন সব্যথেকে বেশি।বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই কাবাডি খেলা শুরু হয়েছিল জাঁকজমক পূর্ণভাবে। বাংলাদেশ এই খেলা জাতীয় খেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গে এই খেলার প্রচলন সব থেকে বেশি রয়েছে।পরে সকল অতিথিরা আট জেলা থেকে আসা সমস্ত খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হয়েছেন।একই সাথে এদিন সকল অতিথিরা খেলাটি উপভোগ করেন। প্রথম দিনের উদ্বোধনী ম্যাচে পশ্চিম জেলা বনাম দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় কাবাডি প্রতিযোগিতা। গোটা খেলাকে কেন্দ্র করে মাতাবাড়ি এলাকায় দর্শকদের উপস্থিতি ছিল সাড়া জাগানো।

গোটা দল আউট ২ রানে, হার ৪২৪ রানে! ভাঙল ২০০ বছরের পুরনো রেকর্ড

ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা ঠিকই। তবে একটি দল অল আউট হয়ে গিয়েছে মাত্র ২ রানে, এমন ঘটনার কথা খুব একটা শোনা যায় না। এটাই হয়েছে মিডলসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট লিগে। ৪২৬ রান তাড়া করতে নেমে একটি দল আউট হয়ে গিয়েছে ২ রানে। হেরেছে ৪২৪ রানে।গত ২৪ মে নর্থ লন্ডন সিসি এবং রিচমন্ড সিসি-র মধ্যে ম্যাচে এই ঘটনা ঘটেছে। মিডলসেক্স কাউন্টি লিগ আদতে একটি তৃতীয় সারির ক্রিকেট লিগ। সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৪৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৪২৬ রান তোলে নর্থ লন্ডন সিসি। সেই দলের ড্যান সিমন্স ১৪০ রান করেন।মাথায় পাহাড়প্রমাণ রানের বোঝা থাকলেও এ ভাবে যে রিচমন্ড আত্মসমর্পণ করবে তা ভাবা যায়নি। তাদের ইনিংস শেষ যায় মাত্র ৩৪ বলে। দলের আট ব্যাটার কোনও রান করতে পারেননি। দু'জন এক রান করে করেন। মোট ৫.৪ ওভার খেলেছে রিচমন্ড। ২ রানের বেশি তুলতে পারেনি।২০০ বছর পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে রিচমন্ড। এর আগে এক দিনের ক্রিকেটে সর্বনিম্ন রান ছিল 'দ্য বিস' দলের। ১৮১০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে মাত্র ৬ রানে আউট হয়ে গিয়েছিল তারা। এর পর ১৮৭৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১২ রানে অল আউট হয়ে যায় মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে।এক দিনের আন্তর্জাতিকে সবচেয়ে কম রানে আউট হওয়ার নজির রয়েছে জিম্বাবোয়ের। তারা ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই লজ্জার নজির গড়েছিল তারা।

জে সি লীগ ক্রিকেটে সংহতির বিরুদ্ধে চাপে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৯৭/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ বলে উইকেট হারিয়ে চাপে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। তবে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন অঙ্কিত প্রতাপ সিং। প্রথম দিনের শেষে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে মাঠ ছাড়লেন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ক্রিকেটাররা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার দিনের বেশিরভাগ সময়ই খেলা হয়নি। সোমবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে মাঠের আউটফিল্ড ভিজে যায়। ফলে খেলা শুরু হয় চা বিরতির পর। এবং সারাদিনে মাত্র ৩১.২ ওভার খেলা হয়। আর ওই ৩১ ওভারেই কোণঠাসা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। টসে জয়লাভ করে সংহতি ক্লাব প্রথমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। দল প্রথম দিনের শেষে ৩১.২ ওভার ব্যাট করে চার উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। এক সময় ৩২ রানে তিন উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ওই অবস্থায় বাবুল দে-র সঙ্গে রুখে দাঁড়ান অঙ্কিত প্রতাপ সিং। ঠান্ডা মাথায় দুজন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দলকে। কিন্তু দিনের শেষ বলে রান আউট হয়ে বাবুল দে প্যাভিলিয়নে ফিরতেই কালো মেঘে ঢেকে যায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের শিবির। বাবুল ৮৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রান করেন। অঙ্কিত ৭১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি আবার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন। সংহতি ক্লাবের পক্ষে দুর্লভ রায় ২৮ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মূলত তাকিয়ে থাকবেন অঙ্কিতের দিকে। অঙ্কিত যদি লম্বা ইনিংস খেলতে পারেন তাহলেই ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বড় স্কোর করতে পারবে। নতুবা চাপে থেকে যাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।

পুরীতে কী ভাবে ফেরি দুর্ঘটনা ঘটল, কলকাতায় ফিরে জানালেন স্নেহাশিস

পুরীতে গিয়ে ফেরি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিক কী ঘটেছিল, কলকাতায় ফিরে জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা এবং সিএবি-র বর্তমান সভাপতি।স্নেহাশিস বলেন, "আমি প্রতি বছর পুরী যাই। এটা গত ৩১ বছর ধরে চলছে। জগন্নাথের মন্দিরে পুজো দিই।" স্নেহাশিসের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্পিতাও। সিএবি সভাপতি বলেন, "শনিবার আমরা হঠাৎ ঠিক করি সমুদ্রে যাব। কেন এরকম সিদ্ধান্ত নিলাম জানি না। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা।"কী হয়েছিল জানিয়ে স্নেহাশিস বলেন, "বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা একটা বোটে উঠি। আমাদের সঙ্গে আরও এক দম্পতি ছিলেন। বোটে আমাদের সঙ্গে লাইফগার্ড ছিল। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ বোটের উপর আছড়ে পড়ে। বোটটা সঙ্গে সঙ্গে পুরো উল্টে যায়। আমরা সমুদ্রে পড়ে যাই। জলের তলায় বোটের নীচে চাপা পড়ে যাই। তখনও বুঝতে পারিনি কী হয়েছে। এই সময় আর একটা ঢেউ আসে। তার ফলে বোটটা আমাদের উপর থেকে সরে যায়। এটাই আমাদের বাঁচার সুযোগ করে দেয়। ততক্ষণে আরও কয়েক জন লাইফগার্ড চলে আসেন। তাঁরাই আমাদের উদ্ধার করেন। জগন্নাথকে ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমাদের পুনর্জন্ম হল।"দুর্ঘটনার জন্য ফেরি পরিষেবাকেই দায়ী করেছেন অর্পিতা। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, "সমুদ্র উত্তাল ছিল। ফেরিতে ১০ জন লোক বসতে পারে। কিন্তু টাকার লোভে ওরা তিন-চার জনের বেশি চাপাচ্ছিল না। আমাদের ফেরিই শেষ ফেরি ছিল। আগেই আমরা ওদের প্রশ্ন করেছিলাম, এই পরিস্থিতিতে সমুদ্র যাওয়া নিরাপদ হবে কি না। ওরা বলেছিল, কোনও সমস্যা হবে না।"অর্পিতা জানিয়েছেন, সমুদ্রে যাওয়ার পরেই ঢেউয়ের ধাক্কায় ফেরি উল্টে যায়। তিনি বলেন, "যদি লাইফগার্ডেরা না আসত তা হলে আমরা বাঁচতাম না। এখনও আতঙ্ক কাটছে না। আমার জীবনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। ফেরিতে আরও বেশি লোক থাকলে এই দুর্ঘটনা হত না।"পুরীর সমুদ্রে এই ধরনের জলক্রীড়া বন্ধ করার দাবি তুলেছেন অর্পিতা। তদন্তের দাবিও তুলেছেন স্নেহাশিসের স্ত্রী। তিনি বলেন, "পুরীর সমুদ্র খুব উত্তাল। এখানে এই ধরনের জলক্রীড়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কলকাতায় গিয়ে পুলিশ সুপার ও মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চিঠি লিখব। ওঁদের অনুরোধ করব, পুরীর সমুদ্রে জলক্রীড়া বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।"

গ্র্যান্ড স্ল্যামে টানা ১৫ ম্যাচে জয়, স্ট্রেট সেটে জিতে ফরাসি ওপেন শুরু করলেন সিনার

এই বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন ইয়ানিক সিনার। গত বছর জিতেছিলেন ইউএস ওপেন। এ বার ফরাসি ওপেনেও জয় দিয়ে শুরু করলেন এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। স্ট্রেট সেটে জিতলেন তিনি।সোমবার রাতে সিনার খেলতে নেমেছিলেন ফ্রান্সের আর্থার রিন্ডারনেকের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে ইটালির টেনিস তারকা জিতলেন ৬-৪, ৬-৩, ৭-৫ গেমে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর সোজা ফরাসি ওপেন খেলতে নামতে হয় সিনারকে। মাঝে তিন মাস নির্বাসিত ছিলেন তিনি। ২৩ বছরের সিনার ইতিমধ্যেই তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। দু'বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং এক বার ইউএস ওপেন জিতেছেন তিনি। অর্থাৎ, সিনার এখনও পর্যন্ত হার্ড কোর্টে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। গত বছর ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছিল তাঁকে। কার্লোস আলকারাজের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন সিনার।দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার খেলবেন আরও এক ফরাসি টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। রিচার্ড গ্যাসকেট এখন বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৬০ নম্বরে। এক সময় সপ্তম স্থানে ছিলেন তিনি। কিন্তু ৩৮ বছরের গ্যাসকেট নিজের সেরা সময় ফেলে এসেছেন। ফরাসি ওপেনে দ্বিতীয় ম্যাচেও অবশ্যই বেশির ভাগ দর্শক সিনারের বিপক্ষে থাকবেন। সেটা তিনি নিজেও জানেন। তাই প্রথম রাউন্ডে জিতে হাসতে হাসতে বলেন, "আমি জানি আপনারা ওকে সমর্থন করবেন। ঠিক আছে।"

পঞ্জাবের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন অধিনায়ক শ্রেয়স, কৃতিত্ব দিলেন পন্টিংকেও

এ বারের আইপিএলে পঞ্জাব কিংস লিগ তালিকায় প্রথম দুইয়ে জায়গা পাকা করে ফেলেছে। অন্যতম সফল দল তারা। ১১ বছরে প্রথম বার লিগে প্রথম দুইয়ে শেষ করবে পঞ্জাব। কী ভাবে এল এই সাফল্য? ফাঁস করলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার।সোমবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জিতে নেয় পঞ্জাব কিংস। সেই জয়ের পর শ্রেয়স বলেন, "দলের সকলে সঠিক সময়ে নিজেদের কাজটা করেছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের জিততে হবে। এই মানসিকতা নিয়েই খেলছে গোটা দল। সকলকে কৃতিত্ব দিতে হবে। রিকি পন্টিং দুর্দান্ত। সকলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। বাকি প্রতিযোগিতাও এই ভাবে খেলে যেতে চাই।"দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলার সময় কোচ পন্টিং এবং অধিনায়ক শ্রেয়সের সম্পর্ক তৈরি হয়। পঞ্জাবে এসে সেই জুটি আবার তৈরি হয়। মাঝে শ্রেয়স চলে গিয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। সেই দলকে আইপিএলও জিতিয়েছিলেন শ্রেয়স। কিন্তু তাঁকে আর রাখেনি কেকেআর। শ্রেয়স বলেন, "পন্টিং মাঠে আমাকে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়। যেটা আমার ভাল লাগে। আমাদের দলকে এইগুলো সাহায্য করেছে। সব কিছু একদম সঠিক পথে চলছে।" পঞ্জাব কিংস কোয়ালিফায়ার ১ খেলবে। সেই ম্যাচে তারা গুজরাত টাইটান্স বা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে একটি দলের বিরুদ্ধে খেলবে।

১০ উইকেটে জিতে শীর্ষে গুজরাত, সঙ্গে আরও দুই দলকে প্লে-অফে তুললেন শুভমনেরা

এক ম্যাচে প্লে-অফ পাকা হয়ে গেল তিন দলের। আইপিএলের প্রথম দল হিসাবে প্লে-অফে উঠেছে গুজরাত টাইটান্স। তাদের জয়ের ফলে প্লে-অফ পাকা হয়েছে আরও দু'টি দলের। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পঞ্জাব কিংসও উঠে গিয়েছে প্লে-অফে।দিল্লিকে হারানোর পরে ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট গুজরাতের। তাদের নেট রানরেট ০.৭৯৫। যা পরিস্থিতি তাতে শুধু প্লে-অফ নয়, প্রথম দুই দলের মধ্যে থাকার সবচেয়ে ভাল সুযোগ রয়েছে গুজরাতের। তাদের আরও দু'টি ম্যাচ বাকি।দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৭। তৃতীয় স্থানে থাকা পঞ্জাবের পয়েন্টও ১২ ম্যাচে ১৭। বিরাট কোহলিদের নেট রানরেট (০.৪৮২) বেশি শ্রেয়স আয়ারদের (০.৩৮৯) থেকে। গুজরাত-দিল্লি ম্যাচের আগে পর্যন্ত এই দুই দলের প্লে-অফ নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু এই ম্যাচের পর তারাও প্লে-অফে উঠেছে।অর্থাৎ, প্লে-অফের বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই তিন দলের। মুম্বইয়ের পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৪। হার্দিক পাণ্ড্যদের নেট রানরেট সবচেয়ে বেশি (১.১৫৬)। দিল্লির পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৩। নেট রানরেট (০.২৬০)। লখনউ সুপার জায়ান্টসের পয়েন্ট ১১ ম্যাচে ১০। তাদের নেট রানরেট এই তিন দলের মধ্যে সবচেয়ে কম (-০.৪৬৯)। এই তিন দলের মধ্যে একটি প্লে-অফে উঠবে। যা পরিস্থিতি তাতে সুযোগ বেশি মুম্বইয়ের।

সমর্থ পোর্টালের মাধ্যমে ডিগ্রি কলেজ গুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু ঃ শিক্ষা সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবছর "সমর্থ" পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া গত ২৩ মে ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম রাউন্ডের এই ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে আগামী ৩০ মে, ২০২৫ পর্যন্ত। ১১ জুন প্রথম রাউন্ডের মেধা তালিকা সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যের সমস্ত সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের ভর্তি প্রক্রিয়া ২১ জুন থেকে ২৫ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের ভর্তির পর কলেজগুলিতে যদি কোন আসন খালি থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধা তালিকা অনুসারে সেই আসনগুলি পূরণে ভর্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তিনি জানান, এবছর একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৪টি কলেজে ভর্তির আবেদন সহ প্রতি কলেজে তাদের পছন্দ অনুসারে ২টি দ্বথক্ষ্ম দ্দদ্র্‌ ছন্ডত্নদ্দত্রত্বষ্ঠ চয়ন করতে পারবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব জানান, রাজ্যের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুবিধার্থে এই শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ৩টি নতুন সাধারণ ডিগ্রি কলেজ চালু হচ্ছে। আমবাসায় পুরনো ডিএম অফিস বিল্ডিং, করবুকে করবুক পাঞ্জিহাম এইচ এস স্কুল এবং কাকড়াবনে পূর্বের ডায়েট কলেজে এই শিক্ষাবর্ষে কলেজগুলির ভর্তি প্রক্রিয়া সহ পঠনপাঠন শুরু হবে। এই ৩টি নতুন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য উচ্চশিক্ষা ডিরেক্টরেটের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, জাতীয় শিক্ষানীতির নীতি নির্দেশিকা মেনে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মোডে উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আগরতলার কুঞ্জবনস্থিত ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ এবং কুমারঘাটস্থিত কলেজ অব টিচার এডুকেশন প্রতিষ্ঠানে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ ডিগ্রী কলেজের মত স্নাতক স্তরের কোর্স চালু করা হচ্ছে। সেখানে মাইনর সাবজেক্টের পাশাপাশি কুঞ্জবনস্থিত ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ-এ মেজর সাবজেক্ট হিসাবে ইংলিশ এবং কুমারঘাটস্থিত কলেজ অব টিচার এডুকেশন-এ মেজর সাবজেক্ট হিসাবে এডুকেশন এবং পলিটিকেল সায়েন্স রাখা হয়েছে। এছাড়া পূর্বের সাব্রুম ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুল বিল্ডিংটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের সায়েন্স ক্যাম্পাস হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

নরসিংগড়ের টি আই টি-কে সরকারী টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীতকরণ এবং আগরতলা মহিলা কলেজটিকে সরকারী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরিত করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা জানান, রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে অধ্যাপকের স্বল্পতা নিরসনে টিপিএসসি-র মাধ্যমে ২০১ জন অ্যাসিটেন্ট প্রফেসর এবং ১৩ জন প্রিন্সিপাল-এর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া আরও ৩ জন প্রিন্সিপাল এবং ২০০ জন অ্যাসিটেন্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদন পাওয়া গেছে। নতুন তিনটি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে কাকড়াবনস্থিত পুরাতন ডায়েট কলেজে সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমবাসায় পুরাতন ডিএম অফিস বিল্ডিং এবং করবুকে করবুক পাঞ্জিহাম এইচ এস স্কুলে সংস্কারের কাজ চলছে। শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে। রাজ্যের সমস্ত কলেজগুলিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের পঠন-পাঠন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে বলে তিনি জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উচ্চ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা রাজেশ ভট্টাচার্য।

সিপিআইএম"র চড়িলাম অঞ্চলের উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৭ মে: মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সত্যেন্দ্র দেবনাথ এবং আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব প্রসেনজিৎ শীলের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে চড়িলাম সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির নেতৃত্বরা।

চড়িলাম অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় পঞ্চায়েতে।জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে লিখিত আকারে প্রতিনিধিত্ব মূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয় ঐদিন। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য তথা বিশালগড় বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলির সদস্য প্রদীপ দাস, চড়িলাম অঞ্চল কমিটির সম্পাদক জলিল হোসেন এবং অঞ্চল নেতৃত্ব বিনয় কর্মকার, সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম বিশালগড় বিভাগীয় নেতৃত্ব প্রদীপ দাস বলেন, আমরা এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চড়িলাম ব্লকের উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছি।

উত্তর চড়িলাম পুরান বাড়ি, রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর স্টিলের ব্রিজ, চড়িলামের বিভিন্ন শ্মশান ঘাটের সংস্কার সমস্ত গরিব পরিবারদের মধ্যে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, আড়ালিয়া বাজার হইতে খামারবাড়ি রাজঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করে পিচ ঢালাই ব্যবস্থা করা, রাজিব কলোনি ইসলামিয়া মাদ্রাসার স্কুলের পাশ থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তাটি সিসি রোড করা, আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করা সহ দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনজীবনের আরো বহু কিছু দাবি-দেওয়া তুলে ধরা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবদের কাছে। দুটো গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন যে তারা তাদের দাবি সনদ গুলো সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। এবং তাদের উত্থাপিত দাবি গুলোর যৌক্তিকতা ও স্বীকার করেন দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সচিব সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

শ্রীমা মনমোহিনী মহাদেব মন্দিরের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে ডুকলি ব্লকের মলয়নগরে রবিপাড়ায় শ্রীমা মনমোহিনী মহাদেব মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

এই মন্দিরটি শ্রী শ্রী শান্তিকালী আশ্রমের একটি শাখা। এই অনুষ্ঠানে শান্তিকালী আশ্রমের স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ এবং দেবকীনন্দন ঠাকুর মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

মন্দিরের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু হিন্দু ধর্ম এবং এর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই মন্দির হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থা প্রচারে এবং মানুষকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দুই ঠিকেদারের অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি শান্তিরবাজারবাসীর

আগরতলা, ২৭ মে ; শান্তির বাজারের দুই ঠিকেদারের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন করে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন শান্তিরবাজারবাসী। এমনকি, ওই দুই ঠিকেদারের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেন তাঁরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল শান্তির বাজারের বিধায়ককে কালিমালিপ্ত করতে মিথ্যা অভিযোগ এনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মিলিত হয় শান্তির বাজারের ঠিকেদার শুভ্রজিৎ পাটোয়ারী ও প্রশান্ত মিত্র। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন শান্তির বাজারের শুভবুদ্ধীসম্পূন্ন লোকজনেরা।

তাঁদের বক্তব্য, বর্তমান সময়ে শান্তির বাজারে সকলে শান্তিপূর্নভাবে বসবাস করছে। এই শান্তির বাতারণকে নষ্ট করতে ওই দুই ঠিকেদার অপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হয় গত ২০২৩ সালের নির্বাচনের পর শুভ্রজিৎ পাটায়ারী শান্তির বাজার সি পি আই এম পার্টি অফিস থেকে লক্ষাধিক টাকার রড চুরি করে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে তৎকালিন বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ প্রতিবাদ করেছিলেন। অপরদিকে বিলোনিয়ার ঠিকেদার গৌতম চৌধুরীর স্টোন বোঝাই গাড়ী শান্তির বাজারে আটক করে অর্থ আদায়ের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে শুভ্রজিতের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় অসুস্থতার নাম করে কোনো প্রকারে জামিনে এসেছে শুভ্রজিৎ পাটোয়ারী।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, কিছুদিন পূর্বে একজন স্টেটব্যাঙ্কের ম্যানেজারের উপর আক্রমন করেছে শুভ্রজিৎ। তাছাড়া, শুভ্রজিৎ পাটোয়ারী ও প্রশান্ত মিত্র অভিযোগ করেছে তাঁদের দোকান ঘরে তালা দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এ পি এম সির চেয়ারম্যান দুলাল দেবনাথ জানান, ওই দুইযুবক জোর পূর্বক সুপার মার্কেটে স্টল দখল করে রেখেছে। বিগত অনেক বছর এই স্টলের ভাড়া পরিশোধ করাহ য়নি। তাই আইন অনুযায়ী দোকানে তালা দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত স্বামীর চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন অসহায় স্ত্রী এবং মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: দুর্ঘটনায় আহত স্বামীর চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাতজোড় করে আবেদন জানান অসহায় স্ত্রী এবং গর্ভধারিণী মা। বিশালগড় থানার অন্তর্গত চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর ব্রজপুর এলাকার অত্যন্ত দরিদ্র বলাই দেবনাথ, পিতা মৃত চন্দন দেবনাথ। বলাই দেবনাথ বাইসাইকেলে করে মুড়ি এবং বিস্কুট বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করে।

গত ২৩ মে বিজেপি দলের চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে চড়িলাম বাজারে বিজেপি দলের তিরঙ্গা র‍্যালীতে যোগদান করার জন্য বলাই দেবনাথ বিশালগড় থেকে টি আর ০৭এ ৩০২০ নম্বরের অটো গাড়িতে উঠে। হঠাৎ করে অটো গাড়িটি সিপাহীজলা নৌকাঘাট এলাকায় আসা মাত্র উদয়পুর থেকে আসা টি আর ০৩ এফ ১৮৫৫ নম্বরের একটি বলেরো গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হয় বলাই দেবনাথ। বিশালগড় দমকল বাহিনী তাকে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে। আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাকে নিয়ে আসা হয় তার নিজ বাড়িতে।

চিকিৎসক বলেছে তার উন্নত মানের চিকিৎসা দরকার। কারণ তার মাথায় এবং বুকে আঘাত গুরুতর। জিবি হাসপাতাল থেকে আসার পর নিজ বাড়ির মেঝেতেই পড়ে রয়েছে বলাই দেবনাথ। টাকার অভাবে বহি:রাজ্যে নিয়ে যেতে পারছে না তার স্ত্রী দিপালী দেবনাথ এবং মা মঞ্জু দেবনাথ। এদিকে খবর পেয়ে চড়িলাম মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ তার বাড়িতে এসে খোঁজখবর নেয় এবং বলাই দেবনাথের যা ওষুধপত্রের প্রয়োজন সমস্ত কিছু রাজকুমার দেবনাথ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাজকুমার দেবনাথ একটি ওষুধের দোকানও ঠিক করে দিয়েছে বলাইর ওষুধের জন্য। কিন্তু ঔষধ দিয়ে বলায়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হবে না। বর্তমানে তার যা অবস্থা তাকে বহিরাজ্যে নিয়ে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমান চড়িলামের মন্ডল সভাপতি তাপস দাস বলাই দেবনাথের পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছেন বলাইর স্ত্রী। বহি:রাজ্যে উন্নতমানের চিকিৎসা না করতে পারলে তার স্বামীর জীবন বাঁচাতে কষ্ট হবে। তাদের কোন সন্তান নেই। স্বামীকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছে অসহায় স্ত্রী দিপালী দেবনাথ এবং তার মা। মঙ্গলবার বিকেলে হাতজোড় করে স্বামীর চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে বলাই দেবনাথের স্ত্রী দিপালী দেবনাথ এবং মা মঞ্জু দেবনাথ। অসহায় স্ত্রী এবং গর্ভধারিণী মায়ের প্রার্থনা এবং আর্তনাদ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর নজরে গেলে নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন এমনটাই প্রত্যাশা করে চড়িলাম বিধানসভার উত্তর ব্রজপুর এলাকার মানুষ। বলাই দেবনাথ নিজেও একজন শাসকদলের সমর্থক। সারাদিন বাইসাইকেল দিয়ে পাহাড়ি এলাকায় মুড়ি বিস্কুট বিক্রি করার পর দলের তিরঙ্গা র‍্যালিতে যাবে বলে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য রেলিতে যোগদান করতে পারেনি।গাড়ি দুর্ঘটনায় বর্তমানে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সরকারি সাহায্যের করুন আর্জি জানিয়েছেন পরিবারের লোকজনেরা।

তিন নয়া আইন নিয়ে জনসচেতনতা সুকান্তপল্লীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা,২৭ মে: গোটা দেশে তিনটি নয়া আইন লাগু হওয়া, তিনটি আইনের বিষয়ে সাধারণ জনগণকে অবহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সাক্ষ্য সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সাক্ষ্য সংহিতা ২০২৩ ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ এই তিনটি নয়া ফৌজদারি আইন নিয়ে, মঙ্গলবার সাব্রুম মহকুমা আইন সেবা কমিটির উদ্যোগে, সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লকের অধিন, সুকান্তপল্লী গ্রাম পঞ্চায়েতে,পঞ্চায়েত সদস্যরা সহ এলাকার মানুষ দের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের আলোচনা সভায়, তিনটি নয়া আইন নিয়ে আলোচনা করেন আইনজীবী পিয়ালি দাস। ,আইন বিষয়ক আলোচনা সভা পরিচালনা করেন আইন সেবার স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমতি দুর্গা সেন।

চরিলামে বিশেষ ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপের সমাপ্তি হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ মে: সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ এনএইচডিপি স্কিমের অধীনে হস্তশিল্প সেক্টরে পুতুল এবং খেলনা শিল্পে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষন সমাপ্তি হয় মঙ্গলবার। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হস্ততাত বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সহ অধিকর্তা পম্পা কর্মকার, চড়িলাম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারীক কৃত্তিকা সাহা , ভজন শর্মা সহ অন্যান্য অতিথিরা। চড়িলামে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি থেকে ৩০ জন মহিলাকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। সমাপ্তি দিনে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী তাদের হাতের তৈরি জিনিস গুলি দেখে উপস্থিত জেলা সভাধিপতি সহ হস্ততাত বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সহ অধিকত্তা পম্পা কর্মকার প্রশংসা করেন।তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন প্রশিক্ষক মল্লিকা দেববর্মা এবং দিল্লি থেকে আগত প্রশিক্ষক সিদ্ধার্ত রায়।

আইআইআই, ডিইএম.-এবিএলও. সুপারভাইজারদের ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে:নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইআই.ডি.ই.এম.)-এ গতকাল থেকে বি.এল.ও., সুপারভাইজারদের ২ নং ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের মোট ৩৫৩ জন নির্বাচন আধিকারিক (উত্তরপ্রদেশের ১০১ জন, উত্তরাখন্ডের ৮২ জন, রাজস্থানের ৮৩ জন এবং হিমাচলপ্রদেশের ৮৪ জন) এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। তাদের মধ্যে বি.এল.ও., বি.এল.ও. সুপারভাইজার এবং নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক রয়েছেন। এবারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়ে গত দু''মাসে নয়াদিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ৩, ৩৫০ জনের বেশি ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের নির্বাচন আধিকারিক এজাতীয় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০, রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টরস রুলস ১৯৬০, কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১ এবং সময় সময় ভারতের নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করতে এ জাতীয় প্রশিক্ষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচন কর্মীরা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রথম ও দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে কি করতে হয় তা জানতে পারবেন। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, রাজস্থান ও হিমাচলপ্রদেশে ৬-২০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার পর কোনও আপিল জমা পড়েনি।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন কর্মীদের নির্বাচক নিবন্ধন, ফর্ম সংক্রান্ত কাজ, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষেত্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন, বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত টুল ব্যবহার, ই.ভি.এম. ও ভি.ভি.প্যাট সংক্রান্ত বিষয় হাতে কলমে শেখানো হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে অবৈধ পাচার সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৭ শে মে:- গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং মতাই জি কোম্পানির ৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মতাই মুসলিমপাড়া সীমান্ত সংলগ্ন পরিত্যক্ত জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ পাচার সামগ্রী উদ্ধার করেছে। যার মধ্যে রয়েছে ফেন্সিডেল, বার্মিজ সিগারেট এবং কাপড় উদ্ধার করে। এইগুলি অবৈধভাবে মজুদ করে রাখার জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক করতে পারেনি পুলিশ এবং বিএসএফ। এই উদ্ধারকৃত সামগ্রী গুলি বিএসএফ তাদের হেফাজতে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতের আঁধারে কৃষকের সবজিক্ষেত ধ্বংস করল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ মে: আবার দুষ্কৃতকারীরা সমীর দাস নামে এক কৃষকের বরবটির সবজি ক্ষেত কেটে দিল। ঘটনা সোমবার গভীর রাতে মেথিরমিয়া গ্রামের।

কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অধীন পশ্চিম কুচাই নালার মেথির মিয়া গ্রাম। গ্রামের বসবাসকারীরা সবাই কৃষির উপর নির্ভরশীল। মেথির মিয়া গ্রামের কৃষক সমীর দাস একজন সফল কৃষক বলে পরিচিত। উনি বিভিন্ন মরশুমের ফসল ফলিয়ে বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করে সংসার প্রতিপালন করেন। সোমবার গভীর রাতে দুষ্কৃতকারীরা সমীর দাসের জমিতে প্রবেশ করে এক কানি জমিতে ফলানো বরবটি গাছের গুঁড়ি কেটে দিয়ে ক্ষতি করে দেন। ইতিমধ্যে তিনি বরবটি বাজারজাত করতে শুরু করে ছিলেন। এতে উনার প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়।

সমীর দাস আরও জানান, আমার কোন শত্রু নেই। এর আগেও উনার বিভিন্ন জাতের কপি, টমেটো ফসল দুষ্কৃতকারীরা কেটে দিয়ে ক্ষতি করে যায়। বিচার চেয়ে বিচার পাননি। এবার নিয়ে তৃতীয় বার সবজি ক্ষেত কেটে নষ্ট করে। কিছু দিন আগে গ্রামের কৃষক গৌতম দাসের দেড় কানি লাউ ক্ষেত কেটে দিয়েছিল দুষ্কৃতকারীরা। এনিয়ে গ্রামে হৈচৈ হয়েছিল।

মহিলা কমিশনের উদ্যোগে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অহিল্যাবাই হোলকরের জীবনীর উপর আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অহিল্যাবাই হোলকরের জীবনীর উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত। উদ্বোধকের বক্তব্যে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, অহিল্যাবাই হোলকরের মতো বীরাঙ্গনাদের জীবনশৈলী অনুসরণ করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে। নারীরা যে কোনোভাবেই দুর্বল নন, তা স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক নারীই তাদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। এই নারীদের জীবন গাঁথা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত বলেন, অহিল্যাবাই হোলকরের মতো বীরাঙ্গনাদের জীবন কাহিনী সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আরও বেশি করে জানতে হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ইতিহাসের বীরাঙ্গনা নারীদের গৌরব গাঁথা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন অহিল্যাবাই হোলকরের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, এই বীরাঙ্গনাদের জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের বোধ আরও বেশি করে জাগাতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাজীব চ্যাটার্জি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব মাধব পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী, সদস্য রত্না কর, অনিতা দাস, নমিতা দেববর্মা প্রমুখ। অহিল্যাবাই হোলকরের প্রতিকৃতিতে অতিথিগণ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দিল এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৭ মে: বিচার মঞ্চের নাম দিয়ে অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়ে নৈরাজ্যের পরিবেশ কায়েম করেছে এক শিক্ষক। এই অভিযোগ তুলে তাকে বরখাস্ত করার দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে মঙ্গলবার ডেপুটেশন প্রদান করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই।

অমরপুর বালিকা বিদ্যালয় এর শিক্ষককে সাসপেন্ড করার দাবিতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা অধিদপ্তর অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে অবিলম্বে দপ্তরের তরফ থেকে তদন্ত শুরু করতে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কার করতে দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেছে বিচার মঞ্চের নাম দিয়ে ঐ শিক্ষক নিজেকে একজন শাসকদলের অনুগামী নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালকে বদলি করার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে ওই শিক্ষক নামধারী কুলাঙ্গার ও প্রস্তাব দিচ্ছে এবং যৌন নির্যাতন চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের কার্যকলাপ খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বলে অভিযোগ করেছে ছাত্র সংগঠনটি। শুধু তাই নয় প্রচন্ড মদ্যপান করে ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তার এসব কার্যকলাপের ফলে একদিকে জীবন বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৌরসভায় ১২ দফার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ মে।। আজ ৩১-আর কে পুর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে উদয়পুর পৌরসভার সিইও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট ১২ দাফা দাবীর সমর্থনে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে একটি মিছিল উদয়পুর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে বেড়িয়ে উদয়পুর পৌরসভার সামনে এসে মিলিত হয়। সেখান থেকে ৩১-আর কে পুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রনজিৎ দেবনাথের নেতৃত্বে ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল সি ই ওর সাথে মিলিত হন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস ওবিসি সেলের রাজ্য সহ-সভাপতি প্রহ্লাদ ঘোষ, ৩১ রাধাকিশোরপুর ব্লক কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সিনহা, সংখ্যালঘু নেতা রোশন মিয়া, ব্লক মহিলা সভানেত্রী বুল্টি নম দাস। সিইও প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শুনে সহমত পোষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল, প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক মিলন কর সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। বার দফা দাবি গুলোর মধ্যে ছিল গ্রীষ্মকালীন সময়ে উদয়পুর শহরে বিভিন্ন রাস্তায় পথচারী ও ক্রেতা বিক্রেতাদের পানীয় জলের জন্য টেপের ব্যবস্থা করা। সোনামুড়া চৌমূহনী এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসার স্থানে শেড তৈরি করে দেওয়া , টুয়েপের মাধ্যমে ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করা ,প্রতিদিন ড্রেনের ময়লা সাফাই অভিযান চালু রাখা, পুর এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আলোর ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট মেরামত করা, উদয়পুর পুরো পরিষদে দীর্ঘদিন ধরে সোশ্যাল অডিট বন্ধ থাকায় তা পুনরায় চালু করা, উদয়পুর নিউ টাউন রোড এবং সেন্ট্রাল রোডে যানজট মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা, ফুটপাত ব্যবসায়ীরা যাতে ব্যবসা করতে পারে তার জন্য তাদের নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas